বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »229 »19 Joystha 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ২২৯ » « ১৯শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০»

মলডোভায় শুরু ইউরোপীয় সম্মেলন

মলডোভা ঃ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান তো বটেই তার বাইরেও ইউরোপীয় দেশগুলি এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। মোট ৪৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পৌঁছেছেন ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে মলডোভার বিলাসবহুল মিমি ওয়াইনারি প্রাসাদে। সম্মেলনের প্রথম দিনেই উঠে এসেছে ইউক্রেনের প্রসঙ্গ। বুধবার রাতেও ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে রাশিয়া। একের পর এক দূরপাল্লার মিসাইল, ড্রোন এবং বিমান হামলা চালানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও ট্রেনে করে মলডোভার সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এদিনের বক্তৃতায় তিনি ফের অস্ত্র সাহায্যের কথা বলেছেন। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়া যেদিন চাইবে, সেদিনই যুদ্ধ থেমে যাবে। কিন্তু রাশিয়া তেমন কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না। বরং রাজধানীসহ সর্বত্র একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ইউক্রেনের আরো অস্ত্র প্রয়োজন।

বাজার দর
SENSEX : 62547.11 +118.57
NIFTY : 18534.10 +46.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18 .31 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05 .02 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কসোভোয় ফের নির্বাচনের দাবি ফ্রান্সজার্মানির

প্যারিস ঃ কসোভোয় ন্যাটোর সেনা কেফোরের সঙ্গে সার্ব জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ অব্যাহত। বৃহস্পতিবারও উত্তর কসোভোর সার্ব অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সার্বরা। পুরসভার ভবনগুলির সামনে সেনা মোতায়েন হলেও সার্বরা তার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার মলডোভার ইউরোপিয়ান পলিটিকাল কমিউনিটির সম্মেলনেও আলোচনা হয়েছে। বস্তুত, বৈঠকের মাঝেই জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শলৎস এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ পৃথক বৈঠক করেছেন। পরে দুই রাষ্ট্রপ্রধানই জানিয়েছেন, দ্রুত কসোভো সমস্যা সমাধান প্রয়োজন। এবং তার জন্য প্রয়োজনে নতুন করে নির্বাচন করা হোক। নির্বাচনের নিয়ম আরো স্পষ্ট করা হোক। কসোভো এবং সার্বিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের আবেদন জানানো হয়েছে। অ্যামেরিকাও কসোভো সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়েছে। ন্যাটোর এক সম্মেলনে যোগ দিতে ইউরোপে গেছেন মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। তিনি বলেছেন, সার্বিয়া এবং কসোভোকে আলোচনায় বসতে হবে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে হবে। এভাবে লড়াই চলতে দেওয়া যাবে না। এর প্রভাব আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে পড়বে। জার্মানি, ফ্রান্স, অ্যামেরিকা যাই বলুক, কসোভোর প্রধানমন্ত্রী তার ভাবনা থেকে সরতে রাজি নন। তিনি বলেছেন, নতুন করে নির্বাচনের প্রশ্ন নেই। যে মেয়রেরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাদেরকে কাজ করতে দিতে হবে। তার বক্তব্য, এত বড় বড় পুরভবনগুলি তৈরি হয়েছে কাজের জন্য। সেই ভবনগুলিকে ঘিরে রাখার কোনো অর্থ নেই। কসোভোয় ৯০ শতাংশ আলবেনিয়ানের বাস। তবে উত্তর কসোভোর সার্বিয়া সীমান্তে বেশ কিছু সার্ব জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। সম্প্রতি তারা পুর নির্বাচন বয়কট করেছিলেন। নির্বাচনের পদ্ধতিগত প্রশ্ন তুলে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচন হয়েছে। সার্ব অধ্যুষিত চারটি পুরসভায় তিনচার শতাংশ করে ভোট পড়েছে। আর সেই ভোটে আলবেনিয়ান মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তারা পুরসভায় ঢুকতে গেলে সার্বরা বাধা দেয়। সার্বদের বক্তব্য, এই নির্বাচন তারা মানছেন না। এই নিয়েই তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় বিক্ষোভরত সার্বদের ন্যাটোর বাহিনী কেফোরের তীব্র সংঘর্ষ হয়। তাতে বেশ কিছু কেফোরের জওয়ান গুরুতর আহত হন। বিক্ষোভকারীরাও আহত হয়েছেন। ন্যাটো এরপর ওই অঞ্চলে আরো ৭০০ সেনা পাঠানোর কথা জানিয়েছে।

আগামী একমাস তিহারেই থাকতে হবে অনুব্রতকে

কলকাতা ঃ আদালতে গরমের ছুটি পড়ে গেছে। তাই আগামী একমাস জামিনের আবেদনও করতে পারবেন না তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল।

তিনি এবং তার মেয়ে দুইজনেই তিহার জেলে বন্দি। গরুপাচারকাণ্ডসহ একাধিক মামলা আছে তাদের বিরুদ্ধে। গত কয়েকমাস ধরে বার বার তিহার থেকে বার হওয়ার আবেদন করছেন তৃণমূলের বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তিহার থেকে রাজ্যের জেলে ফিরে আসার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু আদালত জানিয়ে দিয়েছে, গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ার ফলে আপাতত এক মাস তার মামলার শুনানি হবে না। ফলে আপাতত দিল্লির তিহার থেকে নিস্তার মিলছে না অনুব্রত এবং তা মেয়ের।

এদিকে অনুব্রত জানিয়েছেন, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাই তৃণমূলের দুই সাংসদ দিল্লি গিয়ে জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন বলে তৃণমূলসূত্র জানিয়েছে। দলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল শুক্রবার তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। অনুব্রতের কন্যার সঙ্গেও তারা দেখা করতে পারেন।

রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল সাংসদদের এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। অনুব্রত গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো নেতা তার সঙ্গে দেখা করেননি। তৃণমূলের সাবেক মহাসচিব তথা সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জেলে। তার সঙ্গেও কেউ দেখা করেননি। পার্থের সঙ্গে এখনো দেখা করার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের আগে অনুব্রতের সঙ্গে দেখা করার রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। বীরভূমে অনুব্রতের প্রভাব এবং ক্ষমতা এখনো বজায় আছে। ফলে জেলবন্দি অনুব্রতের পাশে দল আছে, এই বার্তা দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট পকেটস্থ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল, এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বস্তুত, এই কারণেই কিছুদিন আগে স্বয়ং তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুব্রতের নাম উচ্চারণ করেছিলেন।

সুইডেনের ন্যাটোয় যোগদানের ইঙ্গিত দিলেন বাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ মলডোভায় ইউরোপীয় দেশগুলির সম্মেলনে যখন ইউক্রেনের ন্যাটোয় যোগদানের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছিল, তখন এই সামরিক জোটের সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা নরওয়ের রাজধানী অসলোয় ইউক্রেন ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একই দিনে ন্যাটোর সম্প্রসারণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। মার্কিন বিমান বাহিনীর অ্যাকাডেমিতে ভাষণ দিতে গিয়ে বাইডেন বলেন, সুইডেন শীঘ্রই ন্যাটোয় যোগ দিতে চলেছে। অর্থাৎ এ বিষয়ে তুরস্কের আপত্তি তুলে নিতে কোনো এক বোঝাপড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, গত সোমবার তিনি তুরস্কের সদ্য পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়িপ এর্দোয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। এর্দোয়ান আবার এফ ১৫ যুদ্ধবিমান কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে বাইডেন ন্যাটোয় সুইডেনের যোগদানের প্রশ্নে তুরস্কের আপত্তি তুলে নেবার আর্জি জানান। তবে হোয়াইট হাউস যুদ্ধবিমান বিক্রির শর্তে দুই নেতার কোনো বোঝাপড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে। আগামী জুলাই মাসে লিথুয়েনিয়ার রাজধানী ভিলনিউসে ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনে দুই নেতার সাক্ষাৎ হবার কথা। বৃহস্পতিবার বিমানবাহিনীর নতুন সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বাইডেন বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন সামরিক জোট ন্যাটোর মধ্যে ভাঙন ধরানোর যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছে। বরং এই জোট আরও চাঙা হয়ে উঠেছে। ইউক্রেনের প্রতি অ্যামেরিকার লাগাতার সমর্থন ও সহায়তার অঙ্গীকার করেন তিনি। অসলোয় ন্যাটো পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে মহাসচিব ইয়েন্স স্টলটেনবার্গও সুইডেনের সদস্যপদ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি হাঙ্গেরি ও তুরস্কের উদ্দেশ্যে সে বিষয়ে আপত্তি তুলে নেবার ডাক দেন। ন্যাটোর অন্যান্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও এই দুই দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। স্টলটেনবার্গ তুরস্কে গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বাধা দূর করতে চান। তিনি মনে করিয়ে দেন, তুরস্কের সংশয় দূর করতে বৃহস্পতিবার থেকেই সুইডেনে সন্ত্রাসবিরোধী নতুন আইন কার্যকর হয়েছে।

নদী চুরি আর কী এমন আশ্চর্য ঘটনা!

কলকাতা ঃ একদিকে দূষণ, অন্যদিকে নদীখাতের বালি চুরি, একদিকে নগরায়ন অন্যদিকে নদীখাতে পাট্টা বিতরণ ভারতে নদী যে এখনো বেঁচে আছে, সেই এক আশ্চর্য। কথায় বলে, যদির কথা নদীতে যাক। ঘোর কলিকালে বলা ভালো, নদীর কথা যদিতে... বহমান কালের স্রোতে একের পর এক নদী যেভাবে সত্যি সত্যি যদি হয়ে গেছে, সে ইতিহাস শুনলে আতঙ্কের হিম স্রোত শিড়দাঁড়া বেয়ে বয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বইছে না। আর সে জন্যই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি নদীর নামে হাজার হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা করছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। নদী নিয়ে লিখতে বসলে প্রবন্ধের উৎস এবং মোহনা স্থির করা কঠিন। কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব? ভারতের সর্ববৃহৎ নদী গঙ্গা। নমামি গঙ্গে নামে গঙ্গা সংস্কারের বিরাট প্রকল্প ঘোষণা করেছে সরকার। লাখ লাখ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রণ এখনো যে তিমিরে সেই তিমিরেই। ফলে গঙ্গার দূষণ নিয়ে সাম্প্রতিক যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে, দূষণের মাত্রা কমেনি বরং জায়গায় জায়গায় বেড়েছে। এলাকা ধরে ধরে সেই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, নদী দূষণের মাত্রা ঠিক যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনই। নিকাশির জল পরিশোধন করে নদীতে ফেলার প্রবণতা খানিকটা বাড়লেও, তাতে খুব বেশি লাভ হয়নি। নিকাশির জল থেকে তৈরি হওয়া দূষণের পরিমাণ এখনো বিপদসীমার অনেক উপরে। রিপোর্টের গভীরে যাচ্ছি না। গেলে কেবল এই একটি রিপোর্ট নিয়েই কয়েক হাজার শব্দ লিখে ফেলতে হবে। বস্তুত, নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গার অবস্থা নিয়ে এ লেখার একেবারে মোহনায় আরো একবার আসা যাবে। গঙ্গা বড় নদী। তাকে নিয়ে আলোচনাও বেশি। আজ বরং কিছু ছোট ছোট নদীর মর্মান্তিক মৃত্যুবার্তা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

তবে সে কথায় ঢোকার আগে দিল্লি পার্শ্ববর্তী যমুনার এক চিলতে তথ্য না দিলেই নয়। উত্তর ভারতের ধর্মপ্রাণ মানুষ গঙ্গা এবং যমুনা নদীকে কেবল নামে সম্বোধন করেন না। নামের শেষে একটি 'জি' বসিয়ে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। গঙ্গাজি, যমুনাজি। আদিঅকৃত্রিম কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা শুনে আসছে গঙ্গাযমুনাসরস্বতী এই তিন নদীর মহতি তাৎপর্য। হিমালয়ের যমুনোত্রী থেকে নামার পর সব মিলিয়ে দেড় হাজার কিলোমিটারের কাছাকাছি যাত্রা করে এই 'যমুনাজি'। মোট যাত্রাপথের মাত্র দুই শতাংশ এলাকা দিল্লিকে ছোঁয়। আর এই দুই শতাংশ অংশে যমুনার ৬০ শতাংশ দূষণ ঘটে যায়। নিকাশি নালা থেকে কারখানার নোংরাকোনোরকম পরিশোধন ছাড়া সব এসে মেশে ভক্তির যমুনাতে। সকলে সব জানেন, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ফলে যমুনার খাত ছোট হয়ে গেছে। কালো, ফেনাওলা জল সাধারণ খালের চেয়েও দূষিত। পার্শ্ববর্তী পরিবেশ বিপদের শেষ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। বড় নদী থেকে চলে আসা যাক ছোট নদীর গল্পে। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের এক সহকর্মী খুব জোর প্রাণে বেঁচেছেন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খবরের কাগজে একটি প্রতিবেদন ছেপে ফেলেছিলেন তিনি। দেখিয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী সংকোশের নদীখাতটাই কীভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা ঘোরালেন? অবৈধ বালি খাদানের ব্যবসায়ীরা। নদীর খাত থেকে বালি তোলার জন্য আস্ত নদীটাই ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে নদীও তার চরিত্র হারিয়ে মজা খালের চেহারা নিয়েছে। এই ছবি তুলতে গিয়েই অবৈধ খাদান মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই সহকর্মী। সংকোশের এই ঘটনাকে নদী চুরি বলা যায় না?

বিরোধ এই ধরনের বিতর্কের প্রভাব রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় পড়তে বাধ্য

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে লড়াইয়ে রাজ্যপাল–সরকার

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আবার রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের বিরোধ তুঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করে রাজভবন। তারা অস্থায়ী উপাচার্যদের নিয়োগের চিঠিও পাঠিয়ে দেয়। চিঠি পাওয়ার পর বৃহস্পতিবারই কলকাতা, যাদবপুরসহ অন্তত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্যেরা দায়িত্ব নিয়ে নেন।

কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই রাজ্যেরশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু টুইট করেন। তিনি সেখানে বলেন, সংবাদমাধ্যম থেকে তিনি জেনেছেন, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ, এনিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। বর্তমানে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে যে আইন আছে তা মানা হয়নি। তাই এই নিয়োগ বেআইনি। ব্রাত্য টুইটে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের কথা বলেছিলেন। পরে আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।

ব্রাত্য এখানেই থেমে যাননি। তিনি জানিয়েছেন, দপ্তরের তরফ থেকে আইনি পরামর্শ নেয়া হচ্ছে। এরপরই ব্রাত্য বলেছেন, ''বেআইনিভাবে নবনিযুক্ত মাননীয়(অস্থায়ী) উপাচার্যদের সকলকে উচ্চশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে সসম্মান অনুরোধ, তারা যেন এই নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেন।''

সূত্রের খবর, য্াা বৃহস্পতিবার দায়িত্ব নেননি, তারা এখন এই সংঘাতের পর উপাচার্যের পদে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত।

কেন এই বিরোধ?

উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যে একটা প্রক্রিয়া আছে। একটা সার্চ কমিটি তৈরি হয়। তারা সবকিছু বিচার বিবেচনা করে নামের তালিকা পেশ করেন। রাজ্যপাল তার থেকে একজনকে উপাচার্য হিসাবে বেছে নেন। ব্রাত্য বসু সাংবাদিকদের বলেছেন, এই নিয়োগচিঠির কোনো আইনি বৈধতা নেই।

বর্তমান ক্ষেত্রে নামের তালিকা ছিল না, উচ্চশিক্ষা দপ্তর চাইছিল, যে উপাচার্যরা এতদিন পদে ছিলেন, তারাই অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে কাজ করুন। রাজ্যপাল সেই সুপারিশ মানেননি। তিনি আলাদা করে ১১ জন উপাচার্যকে নিয়োগ করেছেন। তিনি নিজে থেকে ১১টা নাম পছন্দ করেছেন।

ব্রাত্য বসুর দপ্তর বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কাজের রিপোর্ট চেয়েছে। তারা জানিয়েছে, প্রতিদিন এই রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এর আগে রাজ্যপাল সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মতে, রাজ্যপাল কোনো রিপোর্ট চাইলে তা তাদের মাধ্যমে যাবে। সরাসরি কোনো উপাচার্য এই রিপোর্ট পাঠাতে পারেন না।

ঘটনা হলো, রাজ্যপাল চাইলেও কয়েকজন মাত্র উপাচার্য এই রিপোর্ট পাঠান। আনন্দবাজারের রিপোর্ট বলছে, রাজভবন ঠিক করে, যারা উপাচার্য ছিলেন, তাদের আর অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা হবে না। কারণ, তারা রাজভবনে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রিপোর্ট পাঠাননি।

বহু প্রশ্ন

অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা নিয়ে বিতর্ক যে জায়গায় গেছে, তাতে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। প্রবীণ সাংবাদিক আশিস গুপ্ত বলেছেন, রাজ্যপালকে যদি নির্বাচিত সরকারের সুপারিশ মেনে চলতে হয়, তাহলে তিনি কী করে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথা না বলে একতরফা সিদ্ধান্ত নিলেন? কী করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এইভাবে বলতে পারেন যে, রাজ্যপালের নির্দেশ অমান্য করে উপাচার্যরা যেন দায়িত্ব না নেন? এই সংঘাতে কার সবচেয়ে ক্ষতি হবে? শিক্ষা ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক কাঠামোর না কি সাংবাধানিক পদের? আশিসের বক্তব্য, এমনিতেই কেন্দ্র ও রাজ্য যেভাবে চলছে, তাতে শিক্ষার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তার উপর এই ধরনের বিতর্কের প্রভাব রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় পড়তে বাধ্য।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

শিলিগুড়িতে ৩২ ঘণ্টা ধর্ণা কর্মসূচিতে যোগ দিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা

শিলিগুড়ি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ও একাধিক দাবিতে ৩২ ঘন্টা ধর্ণা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। সোমবার শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজের সামনে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়। মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ধর্ণা কর্মসূচি। এদিনের এই ধর্ণা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ মালা রায়,উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও অর্পিতা ঘোষ, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মিলি সিনহা সহ অন্যান্যরা।গতকাল ও আজ এই ধর্ণা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ রাজ্যের জন্য বরাদ্দ অর্থ না দেওয়া এবং নানান ইস্যুতে সরব হন রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মী সমর্থকরা।

নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত ট্রেনের স্টপিসের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের

কোচবিহার ঃ নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত ট্রেনের স্টপিসের দাবিতে আজ নিউ কোচবিহার স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভ এবং রেল অবরোধ তৃণমূল কংগ্রেস। সকাল ১১ টা থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনের বাইরে অবস্থানে বসে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনে নিউ বঙ্গাইগাও শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, নিউ কোচবিহার স্টেশনের উপর দিয়ে বন্ধে ভারত এক্সপ্রেস যাবে কিন্তু নিউ কোচবিহার স্টেশনে স্টপিস থাকবেনা এটা আমরা মানবো না। নিউ কোচবিহার স্টেশনে যতোদিন পর্যন্ত বন্দে ভারত ট্রেনের স্টপিস দেবেনা আমাদের আন্দোলন ততোদিন পর্যন্ত চলবে।

ইসলামপুর মহকুমার পরপর চার থানার আইসিদের একলপ্তে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার

উত্তর দিনাজপুর ঃ লাগাতার অশান্ত উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা। এই আবহে শেষপর্যন্ত সোমবার ইসলামপুর মহকুমার পরপর চার থানার আইসিদের একলপ্তে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার। ইসলামপুর থানার বির্তকিত আইসি সমীক চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে আনা হল শিলিগুলি কমিশনারেটের দক্ষ পুলিশ আধিকারিক সন্দীপ চক্রবর্তীকে। তিনি দীর্ঘদিন রায়গঞ্জ শহরকে দক্ষতার সঙ্গে সামলিয়েছেন। আর সমীক চট্টোপাধ্যায়কে বদলি করা হল পূর্ব বর্ধমান সদর আদালতের আইসি পদে। অন্যদিকে চাকুলিয়া থানার আইসি পদে যোগ দিচ্ছেন পিনাকী সরকার। তিনি ইসলামপুর ডিবিই ইন্সপেক্টর পদে ছিলেন। চোপড়া থানার আইসি পদে আনা হল সঞ্জয় দাসকে। এদিকে গোয়ালপোখর থানায় চয়ন ঘোষকে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিআইবি পদে বদলি করে গোয়ালপোখর থানার আইসি পদে নিযুক্ত করা হল ওমর ফারুককে।

কমার্শিয়াল সেলস ট্যাক্স এলাকায় বড় ধরনের অগ্নিকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত চারটি দোকান

আলিপুরদুয়ারঃ অসম সীমানা বারবিশা সংলগ্ন কমার্শিয়াল সেলস ট্যাক্স এলাকায় বড় ধরনের অগ্নিকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত চারটি দোকান । সোমবার গভীর রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ ও বারবিশা দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন । সদমকল সুত্রে জানাগিয়েছে, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় চারটি দোকান । সোমবার রাত বাড়ে বারোটা নাগাদ আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দমকল কেন্দ্রে খবর দেয়। প্রথমে বারবিশা দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌছায়। পরবর্তীতে আরও একটি ইঞ্জিন আলিপুরদুয়ার থেকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে । মঙ্গলবার ভোর সকাল নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকান্ডে একটি ওষুধের দোকান, একটি মুদি দোকান, একটি অনলাইন কাজ করার দোকান ও একটি মোটরগাড়ি যন্ত্রপাতি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

সিপিআই(এম)এর ছাত্রযুবমহিলা সংগঠনের জেলা শাসক দপ্তর অভিযান ঘিরে উত্তাল কোচবিহার শহর

কোচবিহার ঃ সিপিআই(এম)এর ছাত্রযুবমহিলা সংগঠনের জেলা শাসক দপ্তর অভিযান ঘিরে উত্তাল কোচবিহার শহর। মঙ্গলবার দুপুরে কোচবিহার শহরের জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে ছাত্রযুব মহিলাদের একটি বিরাট মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে অগ্রসর হয় কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের দিকে। এখানেই পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে শুরু করেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। রীতিমতো পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তারা।কোচবিহার চকচকা শিল্প তালুককে পুনরুজ্জীবিত করে অবিলম্বে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, দিনহাটা ২নং ব্লক ও সিতাইতে অবিলম্বে ঘোষিত কলেজ স্থাপন, নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজের ব্যবস্থা করার মতো বিভিন্ন দাবি সহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদগুলিতে প্রতিবছর নিয়ম করে স্বচ্ছতার সাথে নিযোগে, এরাজ্যে চাকরি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সকলকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সহ, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অবিলম্বে বাতিল, নারীদের নিরাপত্তা ও সমানাধিকার সুনিশ্চিতকরণ, জেলার বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূলপরিবর্তন, সুষ্ঠ ও অবাধ পঞ্চায়েত দাবির সাথে আরও বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার এসএফআই, ডিওয়াই এফআই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির যৌথ জেলাশাসকের দপ্তর অভিযানকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠলো কোচবিহার শহর।

বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টি, ইসলামপুরের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ভেঙে পড়ল বিশাল গাছ

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির প্রভাবে জাতীয় সড়কের উপর উপড়ে গেলো গাছ।আর তাঁর জেরেই দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত থাকলো যান চলাচল।ইসলামপুরের বিহার মোড় সংলগ্ন এলাকায় ৩১ নং জাতীয় সড়কের উপর গাছ পড়ে যায়।এরপরই যানচলাচল ব্যাহত হলে আসরে নামে ট্রাফিক ও দমকল।গাছ কেটে রাস্তার উপর থেকে গাছগুলো সরিয়ে দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
আজ সকাল ১১.৩০ নাগাদ ব্যাপক ঝড়ো হাওয়া সাথে বৃষ্টি বইতে থাকে।৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস আগে থেকেই সতর্কতা জারি করা হয়েছিলো আবহওয়া দপ্তর থেকে।যারফলে বড়সড় বিপত্তি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানান দমকলকর্মী।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত প্রকাশ চিক বারিক

আলিপুরদুয়ার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন যখনই হক তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত আছে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস জয়হিন্দ বাহিনীর কালচিনি ব্লক সম্মেলনে এসে একথা জানান তৃণমূল কংগ্রেস আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। মঙ্গলবার জয়গাঁতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়হিন্দ বাহিনীর কালচিনি সম্মেলন আয়োজিত হয় । এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক , তৃণমূল কংগ্রেস কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও সহ তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস জয়হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্বরা। এদিন তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াই জানান প্রতিটি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস জয়হিন্দ বাহিনীর সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে। তিনি জানান তৃণমূল কর্মী সবাই প্রস্তুত আছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য।

গ্রন্থাগারিকের পেশা অত্যন্ত সম্মানজনক, তরুণ প্রজন্মকে সচেতন হতে হবেসাহিত্যিক ভিখি প্রসাদ বীরেন্দ্র

শিলিগুড়ি ঃ একজন গ্রন্থাগারিক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি গ্রন্থাগারে কাজ করেন এবং আমাদের বিভিন্ন তথ্যের সাক্ষরতার বিষয়ে নির্দেশ দেয়। প্রাচীন বিশ্বের প্রাচীনতম লাইব্রেরি থেকে শুরু করে আধুনিক তথ্য কেন্দ্র পর্যন্ত, গ্রন্থাগারিকরা ডেটা স্টোরে রাখা তথ্যের রক্ষক।গ্রন্থাগারিকের বিশেষত্ব, গ্রন্থাগারের ধরন এবং সংগ্রহগুলি বজায় রাখার জন্য প্রযোজেনীয় কাজগুলির উপর নির্ভর করে ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলি বিস্তৃত হয় এবং সেগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়। আজ গ্রন্থাগারিক দিবসের প্রেক্ষাপটে শিলিগুড়ির সাহিত্যিক ভিখি প্রসাদ বীরেন্দ্র এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনতা কমছে। তিনি বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্ম গ্রন্থাগারিকের পেশা সম্পর্কেও সচেতন নয়।এটি একটি অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা, শুধুমাত্র যারা বইয়ের প্রতি আগ্রহী বা যাদের বই সম্পর্কে জ্ঞান আছে তারাই এই পেশায় যোগ দিতে পারেন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি দোকানে ধাক্কা মারলো একটি ট্রাক

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস ঠাকুরনগর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি দোকানে ধাক্কা মারলো একটি ট্রাক। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে একটি ট্রাক আশিঘরের দিক থেকে গোড়া মোড়ের দিকে যাচ্ছিল।সেইসময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি দোকানে গিয়ে ধাক্কা মারে।ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে দোকানে থাকা মানুষরা।

উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের ছাত্র চয়ন বর্মন

কোচবিহার ঃ মাধ্যমিকের ৫ দিনের মধ্যেই এবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হলো বুধবার। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫৭ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করলো উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার ৪৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করলো কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের ছাত্র চয়ন বর্মন। চয়ন বর্মন কোচবিহার পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ কদমতলা এলাকার বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল চয়ন। উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্য দশের মধ্যে স্থান পাবে এই প্রত্যাশা আগের থেকেই ছিল চয়নের। সাত জন গৃহ শিক্ষক ছিল চয়নের। নির্দিষ্ট সময় করে পড়াশোনা করতো না চয়ন। পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যাডমিঃটন খেলতে এবং ছবি আঁকতে ভালোবাসতো চয়ন।চয়নের পিতা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, মা গৃহবধূ। চয়নের এই ফলাফলে খুশি গোটা পরিবার।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করলো শিলিগুড়ির মেয়ে উৎসা

শিলিগুড়ি ঃ ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হলো বুধবার।এদিন দুপুর বারোটায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয় থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করলো শিলিগুড়ির নেতাজি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী উৎসা কুন্ডু।এবছর উচ্চমাধ্যমিকে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে উৎসা। আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছে সে।বাবা কলেজের অধ্যাপক এবং মা স্কুল শিক্ষিকা।মেয়ের সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পরিবার সহ আত্মীয় পরিজনেরা।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উৎসা জানায়, পরীক্ষার আগে রুটিন মেনেই সে পড়াশোনা করতো।প্রত্যেকটি বিষয়েই আলাদা করে গৃহশিক্ষক ছিল।এদিন মেধাতালিকায় নিজের নাম দেখেই আপ্লুত হয়ে যায় সে।

দশ কিলো মাদকদ্রব্য চরস উদ্ধার, গাড়ির চালক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত বিধাননগর থানার পুলিশ মাদাতি টোল প্লাজা সংলগ্ন মাতাতি চা বাগানের সামনে একটি চারচাকা গাড়িকে আটক করে তল্লাশি করার পর গাড়ির ভেতর থেকে দশ কিলো মাদকদ্রব্য চরস উদ্ধার করে চরস গুলির বাজার মূল্য আনুমানিক এক কোটি টাকা। গাড়ির চালককে গ্রেফতার করার পাশাপাশি, গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় শিলিগুড়ির জলপাই মোড় থেকে মাদকদ্রব্য গুলি ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিহারের আড়াড়িয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ব্যক্তির নাম নরেশ মন্ডল আজ ধৃত কে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। তবে এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

শহরের মধ্যে পুকুর ভরাটের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটায়

কোচবিহার ঃ শহরের মধ্যে পুকুর ভরাটের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটায়। সরকারি নিয়ম নীতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে রীতিমতো গাড়ি করে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নোংরা আবর্জনা ওই পুকুরে ফেলা হচ্ছে। দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিপূর্বে এই ওয়ার্ডে একাধিক জলাশয় ভরাট করা হয়েছে।যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন,পুকুর ভরাট হচ্ছে এই বিষয়টি তার জানা নেই। কিন্তু এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে একের পর এক পুকুর ভরাট হচ্ছে। অথচ পুরসভা কিছুই জানে না এটা হতে পারে না। এভাবে পুকুর ভরাট হলে কোন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে দমকল কর্মীদের। তাদের বক্তব্য, এর আগেও এই এলাকায় বেশ কয়েকটি পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে।এক শ্রেণীর প্রোমোটার এখানে বহুতল বাড়ি তৈরির জন্য নানা কৌশলে এই পুকুর ভরাট করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। যদিও পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে এতোদিনে ঘুম ভেঙ্গেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের। দপ্তরের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট পুকুরের মালিকের কাছে পুকুর ভরাট বন্ধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দিনহাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে। দিন কয়েক আগে ওই একই এলাকায় একটি বিশাল পুকুর ভরাট করার চেষ্টা করা হয়।পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নোংরা আবর্জনা এনে পুকুরে ফেলা হতে থাকে। এলাকার বাসিন্দারা এর প্রতিবাদ করেন। পরে দিনহাটা ১ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফ থেকে পুকুর ভরাট বন্ধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সপ্তম সুব্বা বলেন, কোন ধরনের পুকুর বা জলাশয় ভরাট করার কোন নিয়ম নেই।দিনহাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে যিনি পুকুর ভরাট করার চেষ্টা করেছেন, ইতিমধ্যেই তাকে পুকুর ভরাট বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথাপি তিনি যদি নির্দেশ না মানেন তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরী বলেন, পুকুর ভরাটের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। তবে কোনো অভিযোগ এলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।তবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জাকারিয়া হোসেন বলেন, আমার ওয়ার্ডে পুকুর ভরাট হচ্ছে। এর পেছনে অনেক রহস্য রয়েছে। অবিলম্বে পুকুর ভরাট বন্ধ না হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মামা শ্বশুর বাড়ি থেকে রহস্যজনক অবস্থায় জামাইয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

মালদা। মামা শ্বশুর বাড়ি থেকে রহস্যজনক অবস্থায় জামাইয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার নতুনপল্লী এলাকায়। রাতেই ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রকি সিংহ (৩৪)। তার বাড়ি হবিবপুর থানার শিরসি কলাইবাড়ি এলাকায়। এদিন পুরাতন মালদার নতুনপল্লী এলাকায় মামা শ্বশুরের বাড়িতে যায় ওই ব্যক্তি। সেখানেই তার স্ত্রী দেবী সিংহ কয়েকদিন ধরেই ছিলেন। রাতে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোনরকম বচসা হওয়ার কারণেই এই আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলেও অনুমান পুলিশের।
মৃতের স্ত্রী বেবি সিংহ জানিয়েছেন, প্রচণ্ড মদপ্য অবস্থায় রাতে মামাশ্বশুরের বাড়িতে আসে স্বামী। সেখানে আমি কয়েক দিন ধরে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘুরতে এসেছিলাম। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শৌচক্রিয়া করতে বাথরুমে যায়। কিন্তু দেড় ঘন্টা পেরিয়ে গেল বাথরুম থেকে ফিরে না আসায় সন্দেহ হয়। তখনই দরজায় ঝাঁকাঝাঁকি করতেই দেখি সেখানে গলায় গামছা জড়িয়ে ঝুলছে তার স্বামী। কি কারনে আত্মঘাতী হলেন তিনি, সে ব্যাপারে পরিস্কার করে জানাতে পারে নি মৃতের স্ত্রী।
পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে শশুর বাড়ি ছেড়ে মামাশ্বশুরের বাড়িতে ছিলেন বেবি সিংহ নামক ওই মহিলা। তাকেই নিতে এসেছিলেন তার স্বামী রকি সিংহ। তাদের মধ্যে বচসার কারন থেকে হয়তো এই আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাজারের প্রত্যেকটি দোকান ঘরের স্থায়ী মালিকানার দাবিতে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির বিক্ষোভ মিছিল

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের রাধা গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল শুরু হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাপি সাহা সহ বিধান মার্কেটের বহু ব্যবসায়ীরা। আজকের এই মিছিলের মূল উদ্দেশ্য শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে বাজারের প্রত্যেকটি দোকান ঘরের স্থায়ী মালিকানার দাবিকে সামনে রেখে এস যেডি এর দীর্ঘ বাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই মিছিল।

পুরনিগমের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারস্থ হলেন বাম কাউন্সিলররা

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের চার বাম কাউন্সিলর হিলকার্ড রোডের অনিল বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে পুরনিগমের ব্যর্থতার কথা তুলে বিভিন্ন অভিযোগ আনেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বামপরিষদীয় দলনেতা মুন্সী নুরুল ইসলাম সহ আর তিন কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী, মৌসুমী হাজরা ও দীপ্ত কর্মকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।নুরুলবাবু এক গুচ্ছ অভিযোগ এনে বর্তমান পুরবোর্ড পরিচালনা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ তা তুলে ধরেন।একই সাথে আজ থেকে শহরবাসীর অভাব অভিযোগ জানাবার জন্য আধুনিক প্রজুক্তির শরণাপন্ন হলেন বাম কাউন্সিলেরা।হোয়াটসঅ্যাপ এর মধ্য দিয়ে শহরের যে কোন প্রান্তে ও যে কোন সমস্যা এই হোয়াটসঅ্যাপ এর মধ্য দিয়ে জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। ঐ সমস্যা গুলোকে পরে পুরনিগমের বোর্ড মিটিং এ মেয়রকে জানিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।নুরুলবাবু আরো জানান এটি করার মূল উদ্দেশ্য হলো শহর বাসীর সমস্যা সমাধান করতে মেয়র ব্যর্থ।সমস্যা সমাধানের চেয়ে বড়াই করে তা প্রচার করেন মেয়র,তাই আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারস্থ হলেন তারা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।
জানা গিয়েছে, ২৮,৫৭,৬৭১.০০ টাকা অর্থানুকূল্যে ৪২ নং ওয়ার্ডের ডন বসকো মোড়ে এই পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়। এখানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা থাকবে। যেকোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। এদিন এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মানিক দে সহ অন্যান্যরা।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৮৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করে কোচবিহারর ছাত্রী স্বাগতা চক্রবর্তী

কোচবিহার ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৮৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করে কোচবিহার সুনীতি একাডেমীর ছাত্রী স্বাগতা চক্রবর্তী। কোচবিহার খাগড়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা স্বাগতা চক্রবর্তী আগে থেকেই আশা করেছিল পরীক্ষার ফল ভালো হবে। স্বাগতা নির্দিষ্ট করে সময় ধরে পড়াশোনা না করলেও ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল। স্বাগতার বাবা রায়গঞ্জে আইটিআই কলেজের ইন্সটাকটার। মা গৃহবধূ। আগামী দিনে সাইকোলজিস্ট হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে স্বাগতার। কর্মসূত্রে বাবা বাইরে থাকলেও পড়াশুনার ক্ষেত্রে কোনদিন সমস্যা হয়নি। পড়াশোনার পাশাপাশি গান শুনতে, ছবি আঁকতে ভালোবাসতো স্বাগতা। এছাড়াও বিভিন্ন কুইজ কম্পিটিশনে নিয়মিতভাবেই অংশগ্রহণ করত স্বাগতা। স্বাগতা উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের দশম স্থান অধিকার করে নেওয়ায় খুশি গোটা এলাকার মানুষ।

জলপাইগুড়ির সুচেতনা জানা উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে দশম স্থানে পৌঁছেছে

জলপাইগুড়ি ঃ ছয় জন গৃহ শিক্ষিক নিয়ে রাজ্যের অন্যতম দশম হলো সুচেতনা জানা। গান গাইতে ভালবাসে সুচেতনা। ফল ঘোষণা হতেই ক্যামেরার সামনে সুন্দর গান গেয়ে আনন্দ দিলেন সকলকে।জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতি বালা গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী সুচেতনা, বুধবার উচ্চমাধ্যমিক ফল প্রকাশ হতেই রায়কত পাড়ার বাড়িতে দেখা গেলো খুশির জোয়ার।সুচেতনার মোট নম্বর ৪৮৭ , এমন ফল হবে আসা করেনি বলে নিজেই জানায় রাজ্যে যে ৮৭ জন দশম স্থান অর্জন করেছে তাদের মধ্যে এক জন। তবে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছয় জন গৃহ শিক্ষিককের কাছে অনুশীলন করেছে বলে জানায় শহরের গর্ব সুচেতনা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

খানদান

বিপাশা মন্ডল

রূপা আপা এখনো বাবার বাড়ি এলেই প্রতিদিন রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায়, মানুষ দেখে। এখনো!

রূপা আপার চোখের নিচে চাকতির মতো হালকা কালো দুটো গোল দাগ। এছাড়া সবকিছুই আগের মতোই আছে। শুধু আগের মতো বলি কেন আগের চেয়েও উজ্জ্বল। দামি শাড়ি, সোনার গহনা, মুখের মোহনীয় হাসিতে ঝলমল করছে পুরো শরীর। তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে রূপা আপার, শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি বেড়াতে এসেছে চারদিন আগে। বিয়ের আগে যেমন ঘর থেকে বেরিয়ে সহপাঠী বা সমবয়সি বান্ধবীদের সাথে নিয়ে বড়ো রাস্তার পাশের গলির মুখটায় দাঁড়িয়ে গল্প করতো এখনো তেমনি দাঁড়িয়ে। বেলা এগারোটা। আজ অবশ্য শুধু রিক্তাবুড়ি সঙ্গে। ওনাদের বাড়ির গৃহকর্মী। আমি রিকশা থেকে নামলে গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তুই কেমন আছিস সীমা? তার ভরাট বুকের চাপে আমার দমবন্ধ প্রায়। বিয়ের আগে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন আলতো করে। এবার একেবারে সুতো গলে না এমন নিষ্পেষণ। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নেই। রূপা আপার শরীরে মন কেমন করা মিষ্টি গন্ধ। বোধহয় পারফিউম পাল্টেছে। আগে তো শুধু জেসমিন স্প্রে ব্যবহার করতো। তিনমাসে তার সারা শরীরে লাবণ্য ফেটে পড়ছে। আরেকটু মোটাও হয়েছে। আমি শীর্ণদেহ কৈশোরের ঘাটেই তরী লাগানো ইংটার ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী, কেউ আমাকে হিসেবে ধরে না। আমি সিনেমার নায়িকার কুৎসিত বান্ধবীর মতো পাশে দাঁড়িয়ে তার লীলা দেখি। এরমধ্যেই গলিতে ঢোকে শাহান ভাই। এপাড়ার বাসিন্দা। রূপা আপার বড়ো ভাই শান্ত ভাইয়ার সহপাঠী ছিল। ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ অফিসার হিসেবে জয়েন করেছে সদ্য। আমাদের দেখে মোটরসাইকেল থামায়। কি সুন্দর জাফর ইকবালের মতো চেহারা শাহান ভাইয়ার! আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে পুচকা ভালো আছিস? খালাম্মা, তাজুল ভালো আছে?' মন দমে যায়। আমি আর বড়ো হবো না বোধহয়। হাড়গিলে চেহারার আমাকে কে'ই বা বড়ো বলবে। আমি সম্ভবত ভূমিকা। এবার পূর্ণ প্রশংসার চোখে তাকায় রূপা আপার দিকে। 'রূপা কবে আসছো?'

কথার জবাব দিতে গিয়ে রূপা আপার গলা একটু কেঁপে যায়। চট করে আমার বামহাতটা খামচে ধরে। 'চারদিন হয়ে গেল, আপনার তো দেখাই পাই না।'

'নতুন চাকরি, একটা ট্রেনিং ছিল, কদিন থাকবা?

রূপা আবার কথার জবাব দেবার আগে আমার হাতটা চটকাতে থাকে কনুইয়ের উপর থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত।

আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন পাশাপাশি বাসায় ভাড়া থাকতাম। তখন অনেকদিন রূপা আপার মা বাসায় না থাকলে আমি তার খাটে শুতাম তার ভূতের ভয় কাটানোর জন্য। কিন্তু কখনো তিনি এমন অদ্ভুত আচরণ করেননি। উনি আমাকে পান্তাবুড়ির গল্প কিংবা গোপাল ভাঁড়ের গল্প বলতে বলতে নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়তেন। আজ তার কী হল! আমার শরীরের মধ্যে কেমন ঘিন ঘিন করতে থাকে।

'আছি দশদিন, চারদিন তো হয়েই গেল।'

'আচ্ছা আসবো একবার, শান্ত কেমন আছে? ঢাকা থেকে আসছে? তুমি আসছো খবর পাইছে?'

'ভাইয়া তো আসে নাই, বলছে বৃহস্পতিবার লঞ্চে উঠবে।'

শাহান ভাই আর রূপা আপা আরো সব এদিক ওদিক নানাপদের কথা বলে, আমি মাঝখান থেকে তীব্র অস্বস্তিতে ভুগতে থাকি। আমি সামনের ছোট্ট শীর্ণ খালের দিকে তাকিয়ে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। খাল জোয়ারের পানিতে টইটুম্বুর, একঝাঁক কচুরিপানার দাম ভেসে যাচ্ছে, সঙ্গে মানুষের মল, মরা বেড়াল, প্লাস্টিকের বোতল। ওর মধ্যেই গাঢ় নীল ও সাদা কচুরিপানার ফুল ফুটে আছে মাথা উঁচিয়ে। নিচের নোংরা ছাড়িয়ে শুধু ফুলগুলোকেই মেঘ জড়ানো আকাশের মতো দেখাচ্ছে। আমি মনে মনে ফুল গুণতে থাকি। এক, দুই, তিন, ... দশ, এগারো। হঠাৎ কি মনে হতে রূপা আপার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে অন্যরকম ঘোরলাগা দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে শাহান ভাইয়ের দিকে। এবার বোধহয় শাহান ভাইয়েরও অস্বস্তি হয়। আবার মোটরসাইকেল স্টার্ট দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'যাই রে পুচকা, ঠিকমতো লেখাপড়া করিস, ছাত্রানাং অধ্যায়নানাং তপঃ।' একটু থেমে বলে, 'রূপা যাই, দুলাভাই আসলে খবর দিও, শান্ত শুক্রবার আসলে আমিও আসবো, চাচীআম্মারে বলবা আনতাসা পিঠা বানাইতে। অনেকদিন চাচীআম্মার হাতের পিঠা খাই না।'

শাহান ভাই চলে যায়, রূপা আপার হাতের গতিও থেমে যায়, হঠাৎ একঝলক চৈত্রের হাওয়া দাপাদাপি শুরু করে খালপাড়ের দীর্ঘ মাথা নারকেলগাছগুলোর মধ্যে। আমার কেমন শিরশির করে। আমি নিজেকে ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেই। দ্রুত দু'পা এগিয়ে গিয়ে একটা রিকশা দাঁড় করাই। রিকশা কাছে এসে থামতে থামতে রূপা আপা জোর পায়ে আমার কাছে আসে, 'এখনই চলে যাবি সীমা, আমাদের বাসায়ও তো ঢুকলি না!' আমার মধ্যে কেমন অস্বস্তি, বিবমিশা, অনীহা বাড়তে থাকে, দ্রুত বলি, 'আরেকদিন আসবো আপা, মায়েরে নিয়া আসবো।' রিকশায় উঠি। এতক্ষণ রিক্তাবুড়ির দিকে খেয়াল করিনি। সে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

বাসায় ফিরে প্রথমেই ঢুকি সিমেন্টের মেঝে ও বাঁশের খাপরার বেড়া দেওয়া গোসলখানায়, মা আমাকে দেখে গেট থেকে দরজা খোলার পর থেকেই পিছু নেয়। বলে, 'কিরে বড়ো, এতো তাড়াতাড়ি ফিরর‍্যা আইলি, দেখা হইল রূপার সাথে, ও সুখে শান্তিতে আছে তো?' জবাব না পেয়ে গোসলখানার দরজা পর্যন্ত চলে আসে, আমাকে দ্রুত গোসলখানায় ঢুকতে দেখে দরজায় দাঁড়ায়, 'কী হইছে তোর, কথার জবাব দেও না কেন?' আমি পাকা ঝিঙ্গার শুকনো খোসায় লাক্স সাবান নিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে জোরে জোরে বাম হাত ঘসি, ঘষতে ঘষতে লাল বানিয়ে ফেলি, মা এবার দৌড়ে ভিতরে ঢোকে, 'কী হইছে ছেমড়ি তোর? খারাপ কিছু লাগছে, কিসে ঘষা খাইছ, সীম গাছ না ঢোঁড় কলমি?' আমি মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দৌড়ে নিজের খাটে আসি। এসে হু হু করে চোখের পানি ছেড়ে দেই। আমার কেন এরকম লাগছে কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। এমনিতেই আমি বুঝি কম। তাই আমার বান্ধবীরা বলে আমার গণ্ডারের চামড়া। একদিন কাতুকুতু দিলে আমি নাকি তিনদিন পরে হাসি।

দুপুরে খাবার পরে পড়ার টেবিলে বসে বসে ঝিমাচ্ছি। মন থেকে মনখারাপের ছায়াটা কিছুতেই সরছে না। আব্বা অফিসে। ছোটো ভাই স্কুলে। মেঝ ভাইটার কি একটা ক্রিকেট ম্যাচ আছে। আম্মা সদ্য বসতে শেখা ছোটো বোন নীনাকে পাশে বসিয়ে সুপারি কাটছেন। দরজা খোলার আওয়াজ টের পাই। এরপর গলা পাই পাশে বাড়ির আম্বিয়া খালার। চাপা গলায় বলে, ও সুন্দার বউ, রূপা নাকি ফিরানিতে আইছে?

মাও চাপা গলায় বলে, আইছে তো। বড়োরে পাঠাইছিলাম। হারামজাদি কিছুই ঠিক কইরা কয় না। খাওয়ার সময় খালি কইল রূপা নাকি আরও সুন্দার হইছে, মোটাতাজা হইছে।

তাইলে তো ভালোই আছে মনে কয়! আমরা ভাবলাম কী না কী? মানাইতে পারে, না পারে? কবীরের মতো রাজপুত্তুর পোলার সঙ্গে যার পিরিত ছেলো। সে কী ঐ রকম লিকলিকা শিং মাছের মতো পোলার সঙ্গে ঘর করবে!

আমার মা কথার জবাব দেয় না। আমি এমনিতে হাঁদারাম হলেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে পারি, এখনই মা আমাকে দেখতে আসবে, আমি ঘুমাচ্ছি নাকি জেগে আছি। খুব দ্রুত খাটে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ি। আম্মা ঝট করে দরজা খুলে নাকের নিচে ঠোঁটের উপরে হাত রাখে। এটা তার পুরোনো কৌশল, আমি না ঘুমানো থাকলে জোরে জোরে শ্বাস পড়বে। কিন্তু আমিও এখন ছোটো কৌশল শিখে গেছি। বিশেষ করে ছোটো বোন নীনা ঘুমানোর সময় ওর ঘুম লক্ষ্য করে করে নিজে প্র্যাকটিস করেছি। আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে। আমার সহপাঠীরা আমাকে নিয়ে প্রায়ই হাসি ঠাট্টা করে, আমি কম বুঝি। আমার মা'ও আশেপাশের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে। 'ট' ও 'ই' বর্ণ শব্দ তৈরি করে কথা বলে। যেমন, বিকাল পাঁচটায় কলতলায় আইসো। এই কথাটাকে তারা কী সুন্দর 'ট' বর্ণ ব্যবহার করে বলে ফেলে, 'বিট্টিকাল পিট্টাচটায় কিট্টল তিট্টলায় ইট্টাইসো।' কী ভয়াবহ ব্যাপার! আব্বা, নরেশ মেসো, জাফর চাচা, সালাম খালুর সবার সামনে বসেই এরা কোড ল্যাংগুয়েজে কথা বলে যাচ্ছে আর আমিও এইসব বাপ চাচাদের সামনে তাদের মতোই হা করে তাকিয়ে দুর্বোধ্য কথাগুলোর মানে জানার জন্য প্রাণ ফাটিয়ে ফেলছি। অথচ আমি পড়াশোনায় একেবারে উপরের দিকের ছাত্রী। কিন্তু বইপড়া বিদ্যা এসব নিজস্ব কথাবার্তার কোনো রহস্য ভেদ করতে পারে না। রহস্যভেদ শিখিয়ে দিয়েছিলো ইঁচড়ে পাকা গ্রামের মেয়ে রঞ্জিতা। রঞ্জিতা কলেজে ভর্তি হয়েছিলো গ্রামের স্কুল থেকে চারবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে। আমাদের সঙ্গে ইংটারে ভর্তি হয়। আমরা কদিন ওকে দিদি বলে ডাকছিলাম, কিন্তু দিদি ডাকলেই ও পায়ের জুতো খুলে কমনরুমের এমাথা ওমাথা তাড়া করতো। তখন কমন রুমের পিওন আছিয়া খালা বললো, 'ও যখন পছন্দ করে না, ওরে তোমরা নাম ধইর‍্যাই ডাকো।' যাহোক, রঞ্জিতা ইট্টিমিট্টি কথার কোড ভাঙানো শেখালো। এসব কথা ও অনেক আগেই শিখেছে ক্লাস ফাইভে থাকতে। ইঁচড়ে পাকা রঞ্জিতা অবশ্য শর্ত দিয়েছিলো, একদিন শুক্রবার সকাল থেকে বিকাল অবধি ও যে চাচার বাসায় থেকে পড়াশোনা করে সেখানে আমাকে বেড়াতে হবে। ও একাই একটা বড়ো রুম নিয়ে থাকে। আমাদের মতো টিনশেড বিল্ডিং নয়। ছাদ পেটানো একতলা বাড়ি। ছাদে উঠে ছেলেদের দেখা যায়। আমিও রাজি হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, যাই একদিন, বন্ধুর বাড়িতে বেরিয়ে আসি। এরপর আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড মেহেরুন রঞ্জিতা বিষয়ে যা বলেছিলো সে কথা শোনার পর আমি ওদের বাড়ি বেড়াবার শর্ত ভেঙে ওকে অবলীলায় এড়িয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, রঞ্জিতার মতোও নয় রূপা আপার বিষয়, আরো অন্য কিছু, আরো গভীর কিছু। কিন্তু আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে।

মা এবার চোখের তারার উপরে আঙুল রাখলেন। যদি চোখের তারা নড়ে তাহলে বোঝা যাবে আমি ঘুমাইনি। আমি হঠাৎ রাণীক্ষেত রোগে মরে যাওয়া আমার প্রিয় লালু মুরগিটার মতো চোখ স্থির রেখে শুয়ে থাকলাম। তবে চোখ খোলা রেখে নয়, বুজে। আমার মা নিশ্চিত হলেন, আমি ঘুমাচ্ছি। মা এবার পা টিপে টিপে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। এবার আরো পায়ের শব্দ পেলাম। রেবতী মাসি নিশ্চয়ই। এতখানি থপথপ শব্দ করে উনিই হাঁটেন। আমাদের বাড়ি অনেকদিন আগে তৈরি। দাদার আমলের। ঘরগুলোর দরজা বেশ চওড়া চওড়া। সফুরা ফুফুদের নতুন স্টিলের ফ্রেমের দরজার বাড়িতে রেবতী মাসিকে কাত হয়ে ঢুকতে হয়। এখন অন্তত একশ বিশ কেজি ওজন ওনার। আমাদের বাড়িতে তার জন্য ভারী একটা কাঠের চেয়ার নির্দিষ্ট করা আছে। হাল ফ্যাশানের প্লাস্টিকের টুল বা চেয়ারে বসলে নিশ্চিত ভেঙে পড়বে। এই সব আড্ডা হয় বাড়ির পিছনের দিকে চৌকি পাতা আমার মায়ের বিকালের বিশ্রাম ঘরে। মা পান খান আর আড্ডা মারেন বান্ধবীদের নিয়ে। বসার ঘরে বা বাবামায়ের শোয়ার ঘরে না। সৌভাগ্যবশত মায়ের বিকালের বিশ্রামের ঘরের পাশের ঘরটাই আমার শয়নঘর। যার জন্য আমি ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছি। নয়তো আমি বোধহয় পিএইচডি ডিগ্রি করার পরেও আসলে বড়ো হতে পারতাম না।

মা বলেন, পানটা মুখে দিয়া লও রেবতীদি। আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন দুই পোন পান লাগে। একেক পৌনে আশিটা পান থাকে। বাবা অফিস থেকে ফেরার পথে পান কিনে আনেন। ঢালের মতো একেকটা পান। আমি পানগুলো পুকুরের পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে ধোওয়ার সময় দুএকটার বোঁটা ছিড়ে দিই। কী সুন্দর পরিপূর্ণ একটা হার্ট হয়ে ভেসে থাকে পুকুরের জলে। কিন্তু হার্ট তো লাল রঙের! দেখেছি সায়েন্স পড়া মেয়েগুলোর খাতার বিবরণীতে।

মা গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করেন, আম্বিয়া বু, কী কবো কও! ওরা যখন আমাগো পাড়া দিয়া বাসা বদলাইয়া গেলো, আমার পরাণটা ফাইট্যা গেছিলো। কইতে লজ্জা নাই, আমি আমার সীমার চাইতেও বেশি ভালোবাসতাম মাইয়াডারে। পরির নাহান সুন্দার মাইয়াডা। কেমন ডাগরডোগর চেহারা, ভাসা ভাসা দুইখান চোখ।

আম্বিয়া বু ফোড়ন কাটে, আমরা সক্কলে ওরে ভালোবাসতাম। এতো মিশুক এট্টা মাইয়া।

মা কথার খেই ধরে, একদিন গিয়া দেহি, পাশের বাড়ির মালিকের ছোড়োপোলা কবীরের লগে একরুমে ফিসফিস করতেছে। অগো বাসায় কেউ নাই। এরপর আরো কিছু বোঝলাম। মাইয়ার আর দোষ কী কও। বাপে ক্লাস নাইন থিক্যা বিয়ার পাত্র খোঁজে। মাইয়া তো বিয়ার মানে আগেই বুঝছে। ডাক্তার না হইলে মাইয়া বিয়া দিবো না। কেনরে বেটা, কবীর কী দোষ করছিলো! রাজপুত্রের মতো চেহারা। বাজারে তিনটা দোকান আছে। তা না। এক গোঁ! মাইয়ারে বিয়া দিয়া ডাক্তার জামাই লাগবে! কসাই বাপটা! খালি খানদানি দেমাগ! রেবতী মাসি বলে ওঠে, হুদাই, হুদাই। মাইয়াটার জীবনটা শেষ কইরা দিলো।

আম্বিয়া খালা মিন মিন করে বলার চেষ্টা করে, বিয়ার পানি গায়ে লাগার পরে যদি চেহারা খোলতাই হয়, তার মানে তো সে বিয়ায় সুখী হইছে। তার জীবন শেষ হয় নাই। তাইলে আমাগো আর চিন্তা কইরা দরকার নাই।

আমার মা ধমকিয়ে ওঠে, এইডা কী কইলা বু? বাইরের জেল্লাডাই দেখলা, পরাণের মধ্যো যে পুইর‍্যা ছারখার হইয়া যাইতেছে সোনার মূর্তি মাইয়াডার সেইটা দেখলা না! শিং মাছের মতো কালা কাসুন্দি একটা জামাই।

রেবতী মাসি মায়ের কথার সুরে সুর মিলিয়ে গমগমে স্বরে বলে, এক্কেরে আমার কপাল পাইছে মাইয়াডা।

আমি বিছানায় শুয়ে মুখের মধ্যে কাঁথা গুঁজে হাসির দমক ফিরাই। রেবতী মাসির ওজন যদি একশ বিশ কেজি হয়, নরেশ মেসোর ওজন একশ দশ কেজির কম হবে না। এটা ঠিক রেবতী মাসি টকটকে ফরসা আর নরেশ মেসো ভাতের পাতিলের তলার মতো কুচকুচে কালো। কিন্তু তাকে কিছুতেই শিং মাছ বলা যাবে না, বড়োজোর হৃষ্টপুষ্ট কালিবাউস মাছ বলা যেতে পারে।

আম্বিয়া খালা যেন আমার চোখের সামনের আবছায়া পর্দাটা সরিয়ে দেবার জন্যই আবার পিছনে ফিরে যায়, ঠিক কইছ গো সীমার মা, আমিও দুইদিন দেখছি রূপা আর কবীররে, রূপাগো ঘরেই, এক্কেরে জাপটাজাপটি অবস্থা।

আমি খাটের উপরে সটান উঠে বসি, আমার সারা শরীরের রক্ত খুব দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। পুরো শরীর আগুনের হলকার মতো গরম হয়ে ওঠে। নিজের কপালে নিজেই হাত দিই। জ্বর এলো নাকি! আমার নড়াচড়ায় খাটে মচমচ শব্দ হয়। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো, মা তার সখীদের সঙ্গে গল্পে এতো মগ্ন যে আমার উঠে বসা টের পায় না। নয়তো লুকিয়ে বড়োদের কথা শোনার অপরাধে এতক্ষণে আমার হাতপায়ের উপরে রুটি বেলুনি অথবা বড়ো মাছ ভাজার খুন্তির এলোপাথাড়ি আছড়ে পড়ায় আমার কালো ঘেঁষা শ্যামবর্ণ লাল লাল হয়ে দড়া দড়া ফুলে উঠতো। আবার সন্তর্পণে কাঁথাটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে পড়ি।

রাত্রে আব্বা ভাত খাবার সময় যখন একেবারে সাধারণভাবে বলে ওঠে, কবীরের বিয়া ঠিক হইছে জানো?

মা আকাশ থেকে পড়ে, কী কও? কোথায় শোনলা?

অফিস ফেরত পান কেনার পরে ভাবলাম, যাই ছেমড়াডারে দেইখ্যা আই, কেমন আছে। কী করতেছে। ওগো দোকানে দেখি ওর আব্বায় বসা। আমারে দেইখ্যা চা আনাইল। একটা লিস্ট দেখাইল, বিয়ায় মেহমানগো লিস্ট। প্রথমেই রূপাগো নাম, এরপর আমাগো নাম। কত সম্মান দেলো আমাগো বলো!

আমি এক লহমায় বুঝে ফেললাম। রূপা আপা আর কবীর ভাইয়ের বিষয়টা বড়োদের কাছে ওপেন সিক্রেট। আমি আসলেই হাঁদারাম। নিজে যেমন দিনভর সহপাঠী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ক্যান্টিনে চা সিঙ্গাড়া খাই। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য গলার ওড়না গাছ কোমর বেঁধে রিহার্সাল করি। ওদের সঙ্গে আড্ডা মারি। রূপা আপা কবীর ভাইরে ওদের বাসায় একসঙ্গে দেখে ভাবছিলাম আমার মতোই ঐরকম নির্দোষ আড্ডা দেয় ওরা। কিন্তু বিষয়টা গভীর ও আঁশটে। মা জবাব দেয়, কবীররে দেখলা? ওর সঙ্গে কথা হইলো? কোথাকার মেয়ে?

মেয়েটারে তুমি চিনো সুন্দার বউ। রূপার বান্ধবী। তয় রূপার মতো গবেট মার্কা ছাত্রী না। রূপা তো মাত্র ইংটার পাশ করলো খোড়াইতে খোড়াইতে। মাইয়াটা আমাগো সীমার মতো খুব মেধাবী। বিএ পাশ দিছে। এমএ পড়তেছে। সায়মা। ঐ যে মোক্তারপাড়ার শেষে পুকুরওয়ালা একতলা দালানের বাড়িটা। ঐ বাড়ির ছোটো মাইয়া।

কী কও? ওগো বড়ো মাইয়া আসমারই তো বিয়া হয় নাই!

আসমারও বিয়া ঠিক হইছে ঐ একদিনেই দুই বইনের বিয়া হইবে।

একদিনেই? কবীরের লগে বিয়ার সম্বন্ধের ঘটকালি কে করলো তাজুলের আব্বা? আমি অকারণে একগ্লাস পানি খেতে খাবার ঘরে ঢুকি। আব্বা আমাকে মেধাবী বলছে। যাক আব্বার চোখে তো আমি ভালো ছাত্রী, একটা অন্তত গুণ আছে। আব্বার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাই। কিন্তু আব্বা আমার দিকে তাকায় না। কবীর ও সায়মার বিয়া নিয়া কথা বলতে ব্যস্ত। আব্বা খাওয়া শেষ করে থালায় পানি ঢেলে বলে, এইটাই সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার। কবীরের লগে বিয়া ঠিক করছে সায়মার প্রাণের বান্ধবী রূপা! কবীরের আব্বাও হতভম্ব হয়ে গেছে! আম্মা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। একটা চেয়ার টেনে ধপ করে বসে পড়লেন। আমিও দ্রুত নিজের ঘরে পালালাম নীনাকে কোলে নিয়ে। কারণ কখন যে আমার মায়ের মতিগতি কেমন হয় কেউ গ্যারাণ্টি দিতে পারবে না। কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ খুন্তি দিয়ে বাড়ি শুরু করে, বড়োদের কথা শুনছি কেন এই অপরাধে। কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকেও কান খাড়া করে থাকলাম। এদিকে মনে মনে বুঝলাম, রূপা আপা শুধু সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতীই নয়। তার মধ্যে জগতসম্মোহনী একটা ক্ষমতা আছে। নয়তো নিজের প্রেমিকের সঙ্গে নিজেরই প্রাণপ্রিয় বান্ধবীর বিয়ের দূতীয়ালী কীভাবে করে? আর সবগুলো পরিবার সেই ধরনের প্রস্তাবে রাজিই বা হয় কীভাবে? এমনকি আমিও তো আজ সকালের আগে পর্যন্ত রূপা আপার বিষয়ে কীরকম মোহগ্রস্ত ছিলাম!

কবীর ভাইয়ের বিয়ের দিন রূপা আপা তার বান্ধবী সায়মাকে নিজের হাতে সাজাবে বলে গোঁ ধরলো। এই বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য দশদিনের জন্য বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসার পর্বটাকে রূপা আপা তার স্বামী আকমল জাহানকে বলে কয়ে দেড়মাস করলো। কবীর ভাইরা তার পরিবারের নিকট প্রতিবেশী। এদিকে সবচেয়ে কাছের বান্ধবীর সঙ্গে নিকট প্রতিবেশীর পরিবারের বিবাহ। কী করে রূপা এতবড়ো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ফেলে এখন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘরসংসারে মন বসাতে পারে? স্ত্রীকে আগেই এতো বেশি ভালোবেসে ফেলেছে যে, আকমল জাহান বউকে নিজের বাড়ি নিতে এসে একা একাই বাড়ি ফিরে গেলো। আবার বলে গেলো, তার চেম্বার শুক্রবার বন্ধ থাকবে তাই সে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালের লঞ্চে উঠে রাত দশটার মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত থাকবে। আবার শনিবার দিন সকাল সাতটার লঞ্চে গিয়ে বারোটার মধ্যে ফিরে গিয়ে ডাক্তারখানা খুলবে। উঁচু দাঁত, মাথায় কম চুল গায়ের রং মিশমিশে কালো লোকটাকে আমার বিয়ের দিনও খারাপ মনে হয়নি, এবারেও খারাপ মনে হলো না। তবে আকমল দুলাভাইয়ের সঙ্গে মা, আম্বিয়া খালা, সফুরা ফুফু, রেবতী মাসি ও অজুফা আণ্টির ব্যবহার আমাকে হতভম্ব করে দিলো। পিছনে তারা দুলাভাইকে কালাকুষ্টি শিং মাছ বলে, আর সামনে এসে তারা পারলে যেন গায়ের আঁচল দিয়ে ফ্লোর মুছে মুছে দুলাভাইকে পা ফেলার জায়গা করে দেয়। হরেক রকম পিঠা, পোলাও বিরিয়ানি, ভাজিভর্তা, পাঁচরকম ডাল, কোফতা, বড়ি দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করলো তার আর শেষ নাই। দুলাভাই শ্বশুরবাড়ির এবং স্ত্রী ও শাশুড়ির শুভাকাঙ্ক্ষীদের আদরে আপ্যায়নে দম আটকে মরে যায় আরকি। আমার মন একেকবার বিদ্রোহ করে উঠতে চাইতো, বলে দিতে ইচ্ছা করতো, কী এদের প্রশংসায় গলে পড়ছেন? আসলে এরা কেউই আপনাকে পছন্দ করে না। পরে যেন রূপা আপাকে টর্চার না করেন সেজন্যই এই আদর আপ্যায়নের ঢং!

কিন্তু চাইলেই কি এসব বলা যায়? না কেউ এসব বিশ্বাস করবে? আমি হাড়গিলে সীমা। আমার বিশ্বস্ততার সীমা শুধু বই পড়া আর ছোটো ভাইবোনদের সামলে রাখার মধ্যে।

বিয়ের দিন এসে পড়লো। আমাদের পাড়ার প্রায় সবগুলো পরিবার সপরিবারে কবীর ভাইদের বাড়ির অতিথি। রূপা আপাদের বাড়ির সবাইও কবীর ভাইদের বাড়িতে নানা কাজে ব্যস্ত। রূপা আপা সকাল সাতটার সময় তিন ঘণ্টা ধরে সায়মা আপাকে সাজিয়ে দিয়ে এসেছে তাদের বাড়ি গিয়ে। মাইক্রো আর বাস ভর্তি করে করে ছেলেরা সবাই কবীর ভাইয়ের বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছে সায়মা আপাদের বাড়ি। বর যাবে সব শেষে বিকেলবেলায়। এক জেলা শহরের এ মাথা ওমাথায় বর ও বউয়ের বাড়ি। প্রাইভেট কারে করে যেতে মাত্র দশ মিনিটের পথ। আমার একটু বরযাত্রী হতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু মা চোখ গরম করে তাকালো। এছাড়া ছোটো নীনা আমার দায়িত্বে। মা কাজে ব্যস্ত কবীর ভাইদের পাকঘরে। আমি আর কবীর ভাইয়ের ছোটো বোন ক্লাস টেনে পড়া নুসরাতের সঙ্গে তাদের বাড়ির উঠানে মেহেদি গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে রূপা আপা আমার হাত টেনে নিয়ে বললো, তুই একটু আমাদের বাড়ি যা তো সীমা। তোর দুলাভাই একা পড়ে গেছে। তার সঙ্গে গল্প করার কেউ নেই।

রূপা আপা আবার আমার হাত ধরাতে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। রূপা আপা সেটা খেয়াল করে ঝট করে হাত ছেড়ে দিলো। নুসরাতকে বিদায় জানিয়ে আমি নীনাকে কোলে নিয়েই রূপা আপাদের বাড়ি এলাম। দুলাভাই একা একা মুখ কালো করে বিটিভিতে খবর দেখছে। ১৯৯৭-৯৮ সাল। তখনও আমাদের জেলার সব বাড়িতে ডিশ এণ্টেনার লাইন পৌঁছায়নি। আমার মনের মধ্যে অনেক কষ্ট হলো বেচারার জন্য। কিছুক্ষণ পরে রেবতী মাসি এসে আমাদের চা ও নাস্তা দিয়ে গেলেন। আমরা সেগুলো খেলাম। রেবতী মাসি খালি ডিসগুলো নিতে এসে বললো, সীমা তোদের নতুন দুলাভাইরে কি আমাদের বাড়ি দেখাবি না? দুইটা রিকশা নিয়া সেবন্তী, তুই আর পিপলু আমাগো ঘরবাড়ি দেখাইয়া নিয়া আয়। তাইলে তো জামাই পরেও একা একা আমাদের বাড়ি বেড়াইতে যাইতে পারবে। আমারও মনে হলো, এতো ভিড় হট্টগোলের মধ্যে না থেকে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আমার পোষা বিড়ালটা ও মুরগিগুলারে বিকালের খাবারও এই দুপুরেই দিয়ে আসি। রেবতী মাসি চট করে তার পুরোনো তেলচিটে পার্স ব্যাগটা থেকে বিশ টাকা বের করলো রিকশা ভাড়া হিসাবে। আমি খুব অবাক হলাম। কিপটা হিসাবে রেবতী মাসির যথেষ্ট দুর্নাম আছে। আকমল দুলাভাইয়ের কালো মুখ এবার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে। ঘর থেকে বের হতে পারবে বেচারা, ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে। ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই রেবতী মাসির মেয়ে ফাইভে পড়ুয়া সেবন্তী আর আম্বিয়া খালার ছোটো ছেলে এইটে পড়ুয়া পিপলু এসে হাজির। ওদেরও বোধ হয় খবর দিয়ে আনানো হয়েছে। নীনা তো টই টই করে ঘুরে বেড়াতেই খুশি। ও ছোট্টো ছোট্টো দুই হাতে হাত তালি দিয়ে উঠলো। আমি ওর মুখের লালা ওড়নার খুঁটে মুছে নিয়ে সেই রাস্তার মোড়ে গেলাম যেখানে দাঁড়িয়ে রূপা আপা আমার হাত ধরেছিলো। একটা রিকশা ঠিক করে পিপলু আর দুলাভাইকে তুলে দিলাম। আরেকটা রিকশার জন্য অপেক্ষা করছি, সেবন্তী আর নীনাকে নিয়ে উঠব। হঠাৎ সেই দিনের মতো নারকেল পাতার মধ্যে সরসর হাওয়া উঠল আর আমার বুকের মধ্যেও কেমন করে উঠল। মনে হলো কী যেন একটা আছে, গোপন কিছু! কী যেন একটা ভুল হচ্ছে কোথাও! নীনাকে সেবন্তীর হাতে দিয়ে বললাম, ওকে শক্ত করে ধরে রাখিস। আর কয়টা টাকা নিয়ে আসি মাসির কাছ থেকে। একটা কোকাকোলা কিনবো। একটা কেকও তো কেনা উচিত, বল! দুলাভাই প্রথমবার আমাদের বাড়িতে যাচ্ছেন। সেবন্তী একবার জুলজুল করে আমার গলায় ঝোলানো ছোটো কাপড়ের ব্যাগটার দিকে তাকালো। আব্বা আমাকে যথেষ্ট হাত খরচ দেয়। ও জানে ওখানে পর্যাপ্ত টাকা আছে কেক ও কোক কেনার মতো। আমি কিপটেও নই। বাড়িতেই মুরগির ডিম আছে। ঘরে পাউরুটিও আছে। কিন্তু ও কেন যেন কিছু বলল না আজ। দুলাভাইদের রিকশা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমি সেবন্তীকে একটু ঠেলে গলির ভিতরে দাঁড় করিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে প্রায় দৌড়ে গেলাম রূপা আপাদের বাড়ির কাছাকাছি। দাঁড়ালাম কিছুটা দূরে। একদম খালি বাড়িটার মধ্যে রূপা আপা ঢুকল হাতে অনেকগুলো শপিংব্যাগ নিয়ে। দরজা লাগালো না। আলগা দরজায় সঙ্গে সঙ্গে রেবতী মাসি বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। এরপর সে দ্রুত পায়ে রূপা আপাদের বাড়ির গলির মুখোমুখি দু'বাড়ি পরে কবীর ভাইদের বাড়ির পাশে গিয়ে কবীর ভাইয়ের রুমের জানালায় টোকা দিলো। রেবতী মাসির হাতে রূপা আপাদের বাড়ির চাবি। কবীর ভাই জানালা খুলল, চোখ দুটো জবাফুলের মতো রক্তলাল। বিয়ের আগে জানি মেয়েরা কাঁদে, ছেলেরাও কি কাঁদে! রেবতী মাসির হাত থেকে চাবি নিলো সে। আম্বিয়া খালা কবীর ভাইদের বাড়ির পেছনের গেটটা খুলে সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকালো। আমাকে দেখতে পেলো না। আমি বড়ো বড়ো পাতার থোকা টগর গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছি। কবীর ভাই চাবি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। রেবতী মাসি কবীর ভাইদের বাড়ি ঢুকে গেল। আম্বিয়া খালা এবার দ্রুত পিছনের গেট বন্ধ করে দিলো। কবীর ভাই রূপা আপাদের ঘরের দরজার সামনে। আর দাঁড়ালাম না আমি ওখান থেকেই আবার উলটা ঘুরে গলি ধরে ছুটতে ছুটতে বড়ো রাস্তার দিকে গেলাম। ওখানে সেবন্তীর কোলে দুবছরের ছোটোবোন নীনা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

মৃত মাবাবার জন্য সন্তানের করণীয়

ঢাকা ঃ পৃথিবীতে মানুষের যত প্রাপ্তি আছে, তার মধ্যে নেককার সন্তান অন্যতম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'ধন, ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের অলঙ্কার-শোভা।' (সুরা কাহাফ ঃ৪৬)।

পৃথিবী মানুষের কর্মের জায়গা। কর্মফল ভোগের স্থান পরকাল। কিন্তু পৃথিবীতে নেককার সন্তান রেখে গেলে মৃত্যুর পরও কর্ম জারি থাকে এবং তার ফল মৃত্যুপরবর্তী সময়ে ভোগ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণিত আছে। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যখন কোনও ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল কখনও বন্ধ হয় না। এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. ওই ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, তিন. নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' (মুসলিম শরিফ, হাদিস ঃ১৬৩১)

যখন মাবাবা মারা যান, তখন নেককার সন্তানের বেশকিছু করণীয় বিষয় আছে। সেগুলো তুলে ধরা হলো

১. মাবাবার ঋণ পরিশোধ করা

বাবামায়ের মৃত্যুর পর সন্তান সর্বপ্রথম দায়িত্ব হতে পারে তাদের রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করা। কারণ, রাসুল (সা.) ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে যায়, যতক্ষণ তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস ঃ ৪১৩)

২. শপথের কাফফারা

মৃত্যুর আগে যদি ভুলকৃত হত্যাসহ মাবাবার কোনও কাফফারা বাকি থাকে, তাহলে সন্তান তা পূরণ করবে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনও মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্তপণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদকা (মাফ) করে দেয়, (তাহলে তা ভিন্ন কথা)। (সুরা আন-নিসা, আয়াত ঃ৯২)

৩. ওয়াদা বাস্তবায়ন করা

মাবাবা যদি কারও সঙ্গে ভালো কাজের ওয়াদা করে যান, তাহলে সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৪)

৪. মানত পূরণ করা

মাবাবা কোনও মানত করে গেলে, সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'কোনও এক নারী রোজা রাখার মানত করেছিল, কিন্তু সে তা পূরণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করলো। এরপর তার ভাই এ বিষয়ে রাসুল (সা.)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করো। (ইবনে হিব্বান, হাদিস ঃ২৮০)

৫. ক্ষমা প্রার্থনা করা

মৃত বাবামায়ের তরফ থেকে উপরোক্ত দায়িত্বগুলো পালনের পরও নেককার সন্তান তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সেটা আল্লাহ এবং মানুষ সবার কাছেই। কারণ, সন্তান মাবাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহতায়ালা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। হাদিসে এসেছে, 'মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কী জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।' (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস ঃ৩৬)

৬. তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা

এছাড়াও নেককার সন্তান তার বাবামায়ের জন্য এসব আমলও করতে পারে। যেমন নফল নামাজ আদায় করা, কবর জিয়ারত করা, মাবাবার ভালো কাজগুলো জারি রাখা, মাবাবার গুনাহের কাজগুলো বন্ধ করা, কোরবানি করে সওয়াব পাঠানো, ওমরা করা, রোজা রাখা, মাবাবার পক্ষ থেকে সদকা করা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ফজিলত হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে।

সম্পাদকীয়

বিশ্বে 'নতুন ভারসাম্য' প্রতিষ্ঠার ডাক দিল ব্রিকস

পশ্চিমা দেশগুলোর বাইরে বিশ্বব্যবস্থার এক নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ডাক দেয়া হয়েছে 'ব্রিকস' জোটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা - এই দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত জোট ব্রিকসকে দেখা হয় শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট 'জি সেভেন'-এর বিকল্প হিসেবে। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউনে এই সম্মেলনে স্বাগতিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী নালেডি প্যান্ডর বলেন, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, অসাম্য ও নিরাপত্তাহীনতায় বিভক্ত পৃথিবীকে এক বৈশ্বিক নেতৃত্ব দেয়াটাই হচ্ছে এ জোটের রূপকল্প। ব্রিকস দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা ৩২০ কোটিরও বেশি - যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। কেপটাউনে দুদিনব্যাপি সম্মেলনের প্রথম দিনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, এই জোট থেকে অবশ্যই একটি জোরালো বার্তা দিতে হবে যে বর্তমান বিশ্ব বহুমেরুভিত্তিক, এখানে নতুন ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে এবং পুরোনো পথে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাবে না। তিনি বলেন, আমরা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন তার মূলে রয়েছে অর্থনীতির কেন্দ্রীভবন, এবং এর ফলে অনেকগুলো দেশ অল্প কয়েকটি দেশের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা ব্রিকসকে বহুমেরুভিত্তিক এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে অপরিহার্য' বলে বর্ণনা করে বলেন - এটি উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটাবে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, সৌদি আরব সহ এক ডজনেরও বেশি দেশ এ জোটে যোগ দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চীনের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মা ঝাওশু বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং বিকাশমান বাজার অর্থনীতির দেশগুলোকে সহায়তা দেবার জন্য ব্রিকস জোটকে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। বিবিসির সংবাদদাতা অলিভার স্লো জানাচ্ছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ কেপটাউনের এ সম্মেলনের ওপর ছায়া ফেলেছে। এসব অভিযোগের কারণে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) । যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকা এ আদালতের একটি সদস্য দেশ - তাই আগস্ট মাসে এখানকার জোহানেসবার্গ শহরে অনুষ্ঠেয় ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলনে যদি মি. পুতিন যোগ দিতে আসেন তাহলে তাকে তারা গ্রেফতার করতে পারবে। তবে দেশটির একজন উপমন্ত্রী এ সপ্তাহেই বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মি. পুতিনকে গ্রেফতার করা হবে কিনা সরকারকে সে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিজ প্যান্ডরও এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন - এ ব্যাপারে তার দেশের চূড়ান্ত অবস্থান জানাবেন প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা। কেপটাউনের সম্মেলনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের উপস্থিতির প্রতিবাদ করে একদল বিক্ষোভকারী। তারা মি. লাভরভের ছবিসম্বলিত প্ল্যাকার্ড তুলে ধরে যাতে লেখা ছিল শিশু হত্যাকারী। একজন বিক্ষোভকারী এএফপি বার্তা সংস্থাকে বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মকর্তারা মি. লাভরভের সাথে হাত মেলাচ্ছেন - এ দৃশ্য দেখাটা ছিল যন্ত্রণাদায়ক। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন এএনসি দলের সাথে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং ইউক্রেনে রুশ অভিযানের সমালোচনা করতেও অস্বীকার করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। গত মাসে জাপানের হিরোশিমা শহরে অনুষ্ঠিত জি সেভেনের শীর্ষ সম্মেলনে ব্রাজিল ও ভারতের নেতারা যোগ দিয়েছিলেন এবং ওই সম্মেলনে জি সেভেন দেশগুলো রাশিয়া ও চীনের তীব্র সমালোচনা করে।

বাংলাদেশ,পাকিস্তানসহ 'অখণ্ড ভারতের' মানচিত্র দিল্লির সংসদ ভবনে

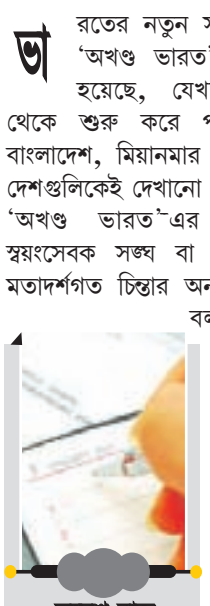

ভবেশ রাজ
প্রাবন্ধিক

ভারতের নতুন সংসদ ভবনে একটি 'অখণ্ড ভারত'এর মানচিত্র রাখা হয়েছে, যেখানে আফগানিস্তান থেকে শুরু করে পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং শ্রীলঙ্কা - সব দেশগুলিকেই দেখানো হয়েছে।

'অখণ্ড ভারত'-এর ধারণাটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আরএসএসের মূল মতাদর্শগত চিন্তার অন্যতম। ওই ধারণায় বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন কালে ইরান থেকে বর্তমানের মিয়ানমার, উত্তরে তিব্বত, নেপাল, ভূটান আর দক্ষিণে বর্তমানের শ্রীলঙ্কা - সবই ছিল অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন উঠছে একটি দেশের সংসদ ভবনে প্রতিবেশী দেশগুলির এলাকাসহ কোনও মানচিত্র কেন রাখা হবে তা নিয়ে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংসদ ভবনের এই মানচিত্র নিশ্চিতভাবেই প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে একটা ভুল বার্তা দেবে।

কী এই 'অখণ্ড ভারত'-এর ধারণা?

আরএসএস বলছে অখণ্ড ভারত হল প্রাচীন সাংস্কৃতিক ভারতবর্ষ। যেসব এলাকায় ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল প্রাচীনকালে, তা নিয়েই 'অখণ্ড ভারত'।

আরএসএসের নেতা জিষ্ণু বসু বলছেন, গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে সিংহল গোটা অঞ্চল জুড়েই তো একই সংস্কৃতি ছিল একটা সময়ে। এটাই তো ছিল ভারতের প্রাচীন রূপ। আফগানিস্তানের বামিয়ান বুদ্ধ বলুন বা সিন্ধু সভ্যতার যে সব নিদর্শন বর্তমান পাকিস্তানে আছে, সেগুলো তো ভারতেরই এলাকা ছিল। আবার বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়েছিল, সেটাও তো ভারতবর্ষেরই অঙ্গ ছিল। ভারতের এই সাংস্কৃতিক ইতিহাস যাতে মানুষ ভুলে না যায়, সেজন্যই অখণ্ড ভারতের চিন্তা তুলে ধরা হয়।

অখণ্ড ভারতে'র ভাবনা যে শুধু সঙ্ঘের, তা নয়। ঋষি অরবিন্দও পণ্ডিচেরি আশ্রমে যেখানে বসতেন, তার পিছনেও এই একই অখণ্ড ভারতের মানচিত্র থাকত। অনেক মনীষীই অখণ্ড ভারতের কথা মেনে চলতেন, জানাচ্ছিলেন মি. বসু।

হিন্দুত্ববাদের গবেষক ও সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বলছেন, সংঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক, বা সঙ্ঘ প্রধান এম এস গোলওয়ালকর এই অখণ্ড ভারতের চিন্তা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তার পরেও সংঘের অনেক তাত্ত্বিক নেতা অখণ্ড ভারত নিয়ে লিখেছেন। ওই তত্ত্ব অনুযায়ী অখণ্ড ভারতের শুরু হয়েছিল বর্তমান ইরান থেকে। সেটাকে আগে পারস্য বলা হতো, কিন্তু আরএসএস সেটাকে মনে করে পরশুরামের জন্মস্থান, তাই তারা এটিকে পরশুদেশ বলে। আবার নেপাল থেকে শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার সবটাই প্রাচীন ভারতের অংশ বলে তারা মনে করে।

তিনি বলছিলেন, শুধু যে সঙ্ঘের তাত্ত্বিক নেতারা এ নিয়ে লিখেছেন, তা নয়। সংঘের অধীন যে কয়েক হাজার স্কুল আছে বিদ্যা ভারতী নামে, এবং যে সকল বিদ্যালয়গুলি চালায় সঙ্ঘ, সেখানে একেবারে নীচু ক্লাস থেকে এই তত্ত্ব পড়ানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষকদের এই বিষয়টা পড়া বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার প্রশ্নও আসে।

'বিদ্যা ভারতী সংস্কৃতি শিক্ষা সংস্থান'এর চতুর্থ শ্রেণীর একটি বইতে 'ভারতের বর্তমান ভৌগলিক সীমা' শীর্ষক পরিচ্ছেদের প্রশ্নউত্তর অংশে লেখা হয়েছে আমাদের দেশের বর্তমান সীমাসংলগ্ন কোন কোন দেশ আমাদের দেশের অঙ্গ ছিল? উত্তর পূর্বে ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), বাংলাদেশ। পশ্চিমে পাকিস্তান, আফগানিস্তান। উত্তরে - তিব্বত, নেপাল ও ভূটান। দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা। ওই একই পরিচ্ছেদে আরব সাগরের নাম বলা হয়েছে সিন্ধু সাগর আর বঙ্গোপসাগরের নাম বলা হয়েছে গঙ্গাসাগর। সংসদ ভবনে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র কেন?

সেই চিন্তাধারার প্রতিফলন দেশের সংসদ ভবনে কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে চান নি মি. বসু। তিনি বলেন, এটা তো সরকারি সিদ্ধান্ত। তারা কেন এই মানচিত্র সংসদ ভবনে রেখেছে, কী চিন্তা করে রেখেছে, সেটা তো সরকার বলতে পারবে।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছেন সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তিনি ওই অখণ্ড ভারতের মানচিত্র দিয়ে টুইট করেছেন সংকল্পটা স্পষ্ট - অখণ্ড ভারত।

কর্নাটক বিজেপির টুইটার হ্যাণ্ডেল থেকে ওই মানচিত্রের ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে, আমাদের গর্বিত মহান সভ্যতার জীবনীশক্তির প্রতীক।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন সংসদ ভবনে 'অখণ্ড ভারত'এর মানচিত্র রাখা, উদ্বোধনের হিন্দু রীতি মেনে যজ্ঞ করা বা বহু সংখ্যক হিন্দু সাধুসন্তদের উপস্থিতি, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে ভারতকে একটা হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরারই প্রচেষ্টা।

লেখক ও প্রাবন্ধিক রন্তিদেব সেনগুপ্তের কথায়, একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংসদে কেন কোনও একটা বিশেষ ধর্মের রীতি মেনে যজ্ঞ হবে! কেন সেখানে একটা ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীরা হাজির হবেন? কেন সেখানে আরএসএসের চিন্তা অনুসারে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র রাখা হবে? বার্তাটা খুব স্পষ্ট - ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরা।

তিনি আরও বলছিলেন, অখণ্ড ভারতের চিন্তাটাই তো বর্তমানে অবাস্তব। প্রাচীন কালে কোনও দেশের বিভাজন না থাকতে পারে, কিন্তু এখন তো প্রতিটা দেশের রাজনৈতিক সীমা নির্ধারিত হয়েছে, এখন অখণ্ড ভারতের রূপ কল্পনা করা কি বাস্তবসম্মত?

স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য যোগ করছিলেন, অখণ্ড ভারতের তত্ত্বটিকে প্রাতিষ্ঠানিক সত্য হিসাবে প্রমাণ করতে নানা প্রচেষ্টা চলেছে। তারই একটা বৃহৎ প্রকাশ আমরা দেখছি ওই অখণ্ড ভারতের মানচিত্র পার্লামেন্ট ভবনে রেখে দেওয়ার মাধ্যমে। এর মধ্যে দিয়ে সংঘের ওই মতাদর্শগত চিন্তাটাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হল।

সংসদ ভবনে যে মানচিত্রটি রাখা হয়েছে, সেখানে আফগানিস্তান থেকে শুরু করে নেপাল, বাংলাদেশ, মিয়ানমার পুরো অঞ্চলটিকেই দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রী ওই মানচিত্রের যেসব ছবি টুইট করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তান এবং নেপালের বিভিন্ন শহরের প্রাচীন নাম লেখা আছে, কিন্তু তিব্বত বা বাংলাদেশর অঞ্চলে কোনও প্রাচীন জনপদের নাম লেখা নেই।

তিব্বতের বিভিন্ন জনপদের প্রাচীন নাম লেখা হলে তা নিয়ে চীন আপত্তি তুলতে পারে ভেবেই সম্ভবত সেগুলির নাম লেখা হয় নি। একই যুক্তিতে বাংলাদেশর অঞ্চলটিকে অখণ্ড ভারতের মধ্যে দেখানো হলেও সেখানকার কোন প্রাচীন জনপদের নামও চিহ্নিত করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে এই মানচিত্র একটা ভুল বার্তা দেবে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ ইমন কল্যান লাহিড়ী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মি. লাহিড়ী বলছিলেন, এটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে ভারতের ভাবমূর্তি একেবারেই উজ্জ্বল করবে না। চারপাশে যতগুলো রাষ্ট্র আছে, প্রত্যেকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে ভারত। এখন যদি অখণ্ড ভারতের মানচিত্র সংসদ ভবনে রাখা হয়, তার ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা কতটা?

১৯৪৭ সালে ঐতিহাসিকভাবে আমরা যে ভূখণ্ড পেয়েছি, ভারতবর্ষ সেই ভূখণ্ডের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। এর দর্শন, এর ধারণা অনেক গভীর। দেশ পরিচালিত হয় সংবিধান মেনে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মেনে। তাই এধরনের পদক্ষেপ প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অবনতি হবে বলেই আমার মনে হয়, বলছিলেন মি. লাহিড়ী।

সাময়িকী

আয়েশা আলবাউনিয়াহ : যিনি আট বছর বয়সে কোরআন মুখস্থ করেছিলেন

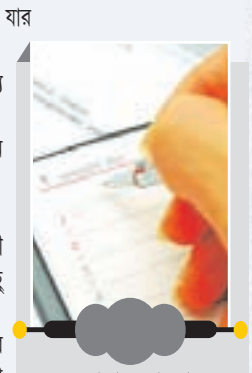

ওয়াকার মোস্তফা
কলামিস্ট

ভালবাসা এমন এক সমুদ্র যার কোন কিনারা নেই
আর এমন এক আলো যার
ভেতরে আধার নেই
ভালবাসা এমন এক রহস্য
যাকে পাওয়া কঠিন
এবং এর দাগ এমনই যা বোঝানো কঠিন
এ তো খোদার মেহেরবানি,
তিনি যাকে চান, দেন

১৫শ শতকে সিরিয়ায় বসবাসকারী আয়েশা আলবাউনিয়াহ'র লেখা কিছু কবিতার অর্থ অনেকটা এরকম।

আয়েশা আলবাউনিয়াহকে 'তার সময়ের অন্যতম বিস্ময়' হিসাবে বর্ণনা করেছেন এক জীবনীকার।

এই নারী ১৪৫৬ সালে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ইউসুফ ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত, কবি ও আইনবিদদের 'আলবাউনিয়াহ পরিবারের' সদস্য এবং দামেস্কের একজন কাজী (বিচারক)।

ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ ওয়ালিদ খালিদির ধারণা, আয়েশার মধ্যে 'তাঁর পরিবারের সাহিত্য প্রতিভা এবং সুফি প্রবণতা পুরোপুরি ফুটে উঠেছিল।'

আট বছর বয়সে কোরআনে হাফেজ

আয়েশা ও তার ভাইদেরকে তাদের বাবা কোরআন, হাদিস, ফিকাহ এবং কবিতার প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ধর্মীয় শিক্ষক এমিল হোমেরিন আয়েশার জীবনীতে লিখেছেন যে তিনি (আয়েশা) আট বছর বয়সে কোরআন মুখস্থ করেছিলেন।

এই জীবনীটি আয়েশার আধ্যাত্মিকতায় ইসলামের নবীর ভূমিকার উপরও জোর দেয় এবং ইবনে আলআরাবি, আলবাসিরি এবং ইবনে আলফরিদের মতো ব্যক্তিত্বের প্রভাবের বিষয়গুলো তুলে আনে।

হোমেরিন লিখেছেন যে মামলুক আমলে (১২৫০ থেকে ১৫১৭ সাল পর্যন্ত মিশর ও সিরিয়া শাসনকারী মামলুক রাজবংশ) আরবি ভাষা, জ্ঞান ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিত এবং ছাত্ররা কায়রো এবং দামেস্কের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এতে ওইসব অঞ্চলে ভ্রমণ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

দামেস্কের লেখিকা ও কবি আয়েশা আলবাউনিয়াহকে একজন নারী হিসেবে ধর্মীয় বৃত্তি ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে।

ইংরেজিভাষায় লেখা আলবাউনিয়াহর জীবনীতে লেখক হোমেরিন বলেছেন, আয়েশা সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর আগে অন্য যে কোনও নারীর চেয়ে আরবি ভাষায় সবচেয়ে বেশি লেখালেখি করেছেন।

'একজন সুফি পণ্ডিত এবং একজন আরব কবি হিসেবে তাঁর লেখা তাঁর সময়ের জন্য অসাধারণ ছিল। মধ্যযুগে ইসলামের অনেক নারী সম্মানিত পণ্ডিত এবং শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু তারা খুব কমই তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা দেখাতে পেরেছিলেন।

আয়েশা আলবাউনিয়াহ সম্ভবত বিশ শতকের আগের প্রথম কোন মুসলমান নারী যিনি সমসাময়িক অন্য যেকোনো মুসলিম নারীর চেয়ে বেশি লিখেছেন। তার বিশটিরও বেশি বই এবং প্রচুর আরবি গদ্য ও কবিতা রয়েছে।'

হোমেরিন আয়েশার দুটি বই আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তার মতে, আয়েশার লেখা খুঁজে পাওয়াটা ছিল 'খড়ের গাদায় সুই খোঁজার' মতো।

হোমেরিন, যিনি দুই বছর আগে মারা গেছেন, তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন কিভাবে তিনি আয়েশার পাণ্ডুলিপি (হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি) খুঁজে পান।

'একবার যখন মিশরে গিয়েছিলাম, তখন মামলুক আমল থেকে কবিতা নিয়ে কাজ করছিলাম। আমি সে সময়কার সব কবিদের খুঁজছিলাম, কিন্তু আমার কাজের বড় অংশ জুড়ে ছিল সেই সময়কার নারী কবিদের খুঁজে বের করা। আমি কায়রোর একটি ইসলামি বইয়ের দোকান দার আলকিতাবে বইয়ের তালিকা দেখছিলাম। তখন দেখলাম একজন বৃদ্ধ লোক দেয়াল বেয়ে উঠছে।'

'আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'জনাব, এটা কী?'

এটি ১৯২০ এর দশকের একটি কার্ড ক্যাটালগ, তিনি বলেছিলেন।

আমি বললাম 'আপনি শিরোনাম দিয়ে ক্যাটালগ ব্যবহার করেন না?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও এটি ব্যবহার করি, তবে কখনও কখনও এটি ভাল হয়, এটি লেখকের উপর নির্ভর করে।'

আমি হেসে বললাম 'অনেক অনেক ধন্যবাদ'।

'খুঁজতে খুঁজতে এক সময় আমি আয়েশার পাণ্ডুলিপি পেয়ে যাই।

'আমি যখন পড়তে শুরু করি এবং দেখি যে সেখানে অনেক সুফি শব্দ রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, এ তো দারুণ লেখা, এরপর আমি তার একটি গাইডবুক খুঁজে পাই এবং ভাবি, 'হায় ঈশ্বর, এই গাইড বই আমকে তার রহস্যময় লেখাগুলো পড়তে এবং তার কবিতাগুলো মূল্যায়ন করার ক্ষমতা দিয়েছে।'

স্পেনের ক্যাথলিক চার্চে বিপুল সংখ্যক শিশু নিপীড়নের ঘটনা

গত আট দশকে স্প্যানিশ ক্যাথলিক চার্চগুলোতে সাতশ'রও বেশি শিশু নিপীড়ককে চিহ্নিত করা হয়েছে। চার্চ এই প্রথম এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

শুক্রবার এ সংক্রান্ত প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে স্প্যানিশ ক্যাথলিক চার্চ। ১৯৪০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চগুলোর ঘটনাগুলো নিয়ে তদন্ত করা হয়। তদন্তে ৭২৮ জন নিপীড়ক ও ৯২৭ জন ভুক্তভোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

''ক্ষতি যে হয়েছে, তা আমরা স্বীকার করি,'' স্প্যানিশ বিশপ কনফারেন্সের মুখপাত্র খোসে গাব্রিয়েল ভেরা বলেন।

তিনি বলেন, ''আমরা পরিস্থিতির শিকার সবাইকে সাহায্য করতে চাই। তাদের সেরে ওঠায় সহযোগিতা করতে চাই।''

২০২১ সালে বিষয়টি স্পেনে সবার নজরে আসে। দেশটির প্রথম সারির পত্রিকা এল পায়েসে এমন ১২০০টিরও বেশি ঘটনার কথা তুলে ধরা হয়। মূলত যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড ও ফ্রান্সের চার্চগুলোর এমন সব ঘটনা নিয়ে আলোচনা শুরু হবার পর এই খবর প্রকাশিত হয়।

এরপর বেশ কয়েকটি তদন্ত শুরু হয়। এমনকি চার্চও নিজস্ব তদন্ত শুরু করে। ভেরা বলেন, ''আমরা জানতে চাই, পাদ্রি নির্বাচনে কোথায় ভুল করেছি। তাদের প্রশিক্ষণে কোথায় গলদ আছে। একজন মানুষ যিনি কিনা নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেমন করে তিনি যৌন নিপীড়ন করতে পারেন।'' তদন্ত প্রতিবেদনে ঘটনার শিকারদের জবানবন্দি নেয়া হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৯৯এরও বেশি অভিযুক্ত পুরুষ এবং অর্ধেকেরও বেশি পাদ্রি। সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের ঘটনা ঘটে ষাট থেকে আশির দশকের মধ্যে। নিপীড়নে অভিযুক্তদের ৬৩ ভাগ মারা গেছেন।

জানা অজানা

একটি মনোজ্ঞ সুর সন্ধ্যা

লিপি চক্রবর্তী

ঐতিহ্যময় ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীর আয়োজনে গত ২৭ মে শনিবার এক মনোরম সংগীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয় ভবানীপুর সম্মিলনী মন্দির সভাগৃহে।

এই সম্মিলনী মন্দির বিভিন্ন সময়ে কিংবদন্তি শিল্পীদের সুর সংগীতে ধন্য হয়েছে। সেই পরম্পরাকে বহন করে নিয়ে এই সময়ের প্রতিভাবান শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে ভবানীপুর সম্মিলনী সংস্থা।

ওই দিনের অনুষ্ঠান ছিল কণ্ঠ সংগীত এবং যন্ত্র সংগীতের উপস্থাপনা।

প্রথম পর্বে কণ্ঠ সংগীত শিল্পী অতসী সরকার খেয়াল এবং ভজন পরিবেশন করেন। তাঁর কণ্ঠ মাধুর্য এবং গায়কী শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। তাঁর সঙ্গে সংগতে তবলায় ছিলেন সঞ্জীব ঘোষাল এবং হারমোনিয়ামে পূজন বিশ্বাস।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল সেতার বাদন। শিল্পী বেদর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বাজান রাগ বাগেশ্রী। শুরু ধ্রুপদাঙ্গের আলাপ এবং খেয়ালের গায়কীতে তানের বিস্তার, শেষে দ্রুত ঝালার সুর ঝংকারে শিল্পীর বাদন শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তবলায় প্রশংসনীয় এবং যথাযথ সংগতে ছিলেন কৃষ্ণেন্দু পাল। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল বেহালা বাদন। শিল্পী শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য পরিবেশন করেন রাগ দুর্গা। তাঁর বাদনশৈলী শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। শিল্পীর সঙ্গে তবলায় ছিলেন বিশ্বরূপ পালোধি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু সঞ্চালনা করেছেন প্রকাশ সেন।

সব মিলিয়ে এই সুর সন্ধ্যা রসপিপাসু শ্রোতার কাছে আনন্দময় হয়ে উঠেছিল।

পাঠকের চিঠি

স্ট্যাম্প পেপার কালোবাজারি বন্ধ হোক

স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি কোথায় প্রযোজন হয় না ? বর্তমান সময়ে নন - জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি বিভিন্ন কাজে প্রযোজন হয়ে থাকে । বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য জমির দলিল লিখতে দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, একশো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার প্রযোজন হয় পাশাপাশি জমির রেকর্ড বা পরচা করাতেও কোর্ট ফি এর প্রযোজন হয় । তাছাড়াও বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে আরটিআই অ্যাক্ট ২০০৫ মাধ্যমে তথ্য পেতে আবেদনপত্রে দশ টাকার কোর্ট ফি প্রযোজন হয় । এমতাবস্থায় স্ট্যাম্প - ভেন্ডারদের কালোবাজারি দিনকে দিন বেড়েই চলেছে । বীরভূমের লাভপুর, সিউড়ি, নানুর রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে ও জেলার আদালত চত্বরে ভেন্ডারদের কাছ থেকে দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ টাকায় কিনতে হচ্ছে । লাভপুরে দশ টাকার কোর্ট ফি পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে । ভেন্ডারদের বক্তব্য তাদের যাতায়াত খরচ বেড়েছে তাছাড়া দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার পাওয়া খুব দুরূহ । এসব স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির জন্য ভেন্ডাররা নিশ্চয় কমিশন পেয়ে থাকেন ? তা সত্ত্বেও ন্যায্য মূল্যের থেকেও বেশি দামে জনসাধারণ তা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন । ভেন্ডারদের কালোবাজারির ধারাবাহিকতা দমন করতে স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি এর ব্যবহার ডিজিটাল করা হোক । কিছু ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি এর ব্যবহার তুলে দিয়ে ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হোক । তবেই স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির দুর্নীতি বন্ধ হবে ।

– মুলি দরুদ, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বারাণসীর আদলে রঘুবীর মন্দির চিত্রকূটে গঙ্গা আরতির উদ্বোধন

চিত্রকূট ঃ বারাণসীর আদলে গঙ্গা আরতির আযোজন শুরু হয়েছে ভগবান শ্রী রামের পবিত্র আবাস চিত্রকূটের রঘুবীর মন্দিরে। মা গঙ্গার অবতরণ দিবসে মা মন্দাকিনীর আরতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহা আরতির এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান।সংকল্প ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রী রাম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা বৈদিক ও ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে নিয়মিত প্রতিদিন বিকেলে গঙ্গা আরতির আযোজন করা হচ্ছে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে।

ট্রাস্টি ডক্টর বি কে জৈন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন যে মন্দাকিনী গঙ্গার মহা আরতি চিত্রকূটের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে আরও চরিত্র যোগ করবে। ভক্তদের প্রতিদিন এই আরতিতে যাওয়ার এবং অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আযোজনের কারণে, চিত্রকূটের পর্যটন এলাকা এবং ধর্মীয় স্থানে একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান, বড় গুহা, যা মাতা জানকির পদচিহ্নের খুব কাছে রয়েছে, চিত্রকূটে আগত স্থানীয় ও বাইরের বহু ভক্তরা এতে অংশ নিতে পারবেন এবং এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন।উপস্থিত উষা জৈন বলেন যে দীর্ঘদিন ধরে বারাণসীর বিভিন্ন ঘাটের আদলে চিত্রকূটে মহা আরতি আযোজনের নকশা তৈরি করা হচ্ছিল, এবং সকলে আনন্দিত যে শ্রদ্ধেয় গুরুদেব শ্রী রণচ্ছোরদাস জি মহারাজের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদে এ বছর মা গঙ্গার অবতরণ দিবস পালিত হচ্ছে।সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের আচার্যদের নির্দেশনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এই ধারণাটিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

এই উপলক্ষে রঘুবীর মন্দিরের ট্রাস্টি ডক্টর বি কে জৈন, শিক্ষা কমিটির সভাপতি উষা জৈন, সহ সভাপতি অনুভা অগ্রবাল, সচিব আর বি সিং চৌহান, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র তিওয়ারি এবং শ্রী রাম সংস্কৃত কলেজ, চিত্রকূটের আচার্য বিভিন্ন মঠ ও মন্দির পরিদর্শন করেন। মহন্ত, বিশিষ্ট নাগরিক, সদগুরু পরিবারের সদস্য ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে ঃ হরেলাল মাহাতো

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ এই প্রচণ্ড গরমে একদিকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ও কম ভোল্টেজের সমস্যায় বিপাকে মানুষ, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সংকট। ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্র সহ গোটা রাজ্যে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। আজসুর কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো এসব কথা বলেন। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে, আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বলেছেন যে রাজ্যের হেমন্ত সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতেও সক্ষম নয়। রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বড় বড় হোর্ডিং লাগিয়ে এবং বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ১০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার রাজ্য সরকারের দাবি মিথ্যা, কারণ জনসাধারণ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না, তাহলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ কাকে দেওয়া হচ্ছে। হরেলাল মাহাতো বলেন, এলাকার বেশির ভাগ চাপানল ও ওয়াটার টাওয়ারের অবস্থা খারাপ, সরকারের উচিত সেগুলো মেরামত করা যাতে জনসাধারণ পানীয় জল পায়। কিন্তু রাজ্য সরকার কুম্ভকর্ণী ঘুমে। হরেলাল মাহাতো বলেন, আজসু দল সর্বদা জনস্বার্থে আওয়াজ তোলার কাজ করেছে। জনগণের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব সরকারের, সরকার তার দায়িত্ব পালন করছে না। বর্তমানে রাজ্যের মানুষ বিদ্যুত ও পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে, কিন্তু সরকার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না এটা খুবই দুঃখজনক। আগামী সময়ে রাজ্যের মানুষও এর হিসাব মিটিয়ে নেবে এবং সরকারকে শিক্ষা দিতে কাজ করবে।

অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাতজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার উচ্চপর্যায়ের অদন্তের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

হোস্টেলে সুরা পান এবং প্রাক্তন ছাত্রদের আড্ডা বন্ধ করার প্রস্তুতি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে কঠোর স্থিতি নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাতজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া তদন্তের খাতিরে কলেজের অধ্যক্ষ এবং ওয়ার্ডেনকে বাধ্যতামূলক ভাবে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাতে গোনা মাত্র চারদিন আগে গুয়াহাটি মহানগরের জালুকবাড়িতে সংগঠিত গভীর রাতের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাতজন ছাত্র ঘটনাস্থলে প্রাণ হারিয়েছেন। এই হৃদয়বিদারক বেদনাদায়ক ঘটনায় কলেজের ৭ নম্বর ছাত্রাবাসের সাতজন ভবিষ্যতের ইঞ্জিনিয়ারকে এই পৃথিবী থেকে কেড়ে নিয়েছিল। নিহত ছাত্রদের অধিকাংশ মাবাবার একমাত্র সন্তান হওয়ার ফলে অভিভাবকদের দুঃখের সীমানা পেরিয়ে গেছে। অবশেষে এই ঘটনার ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই ঘটনা কিভাবে হলো, এর আসল কারণ কি এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য শিক্ষা বিভাগকে এক উচ্চ স্তরের তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হয়ে এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কিভাবে এই ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেটা জানার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে এক উচ্চপর্যায়ে তদন্ত কমিটি সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গুলোতে নির্বাচনের সময় হওয়া গন্ডগোলের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। বর্তমান সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান গুলোর নিয়ম নীতি শিথিল হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সঠিকভাবে তদন্তের জন্য অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ এবং ওয়ার্ডেনকে বাধ্যতামূলক ভাবে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে দিনে জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন হোস্টেলে সুরা পান এবং প্রাক্তন ছাত্রদের আড্ডা বন্ধ করতে হবে। এটা এটা অনেক পুরনো অসুখ। এটাকে ভালো করতেই হবে। তিনি বলেন ছাত্ররা নিজেদের সংস্কার না করলে অর্থাৎ তাদের মানসিক পরিবর্তন না হলে বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে তাদের বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। এর জন্য মানসিকতার পরিবর্তনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৭০০ বিঘা জমিতে বাউন্ডারি ওয়ালের খরচে একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাঁশ দিয়ে কলেজের বাউন্ডারি দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক্ষেত্রে আলোচনা করে প্রযোজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ টি জনসভা আয়োজন করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কেন্দ্রীয় সরকারের নয় বছরের বর্ষপূর্তি এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য এই প্রস্তুতি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক তৎপর হয়ে উঠেছে শাসকদল বিজেপি। আগামী ১০ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ টি জনসভা আযোজন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মূলত প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সরকারের নয় বছর পূর্তি এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ইতিমধ্যে রাজ্যে বিরোধী দলগুলো লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সংক্রান্তে তৎপরতা শুরু করেছে। বিশেষ করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দশটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিত্রতা করে এক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে এবার শাসক দল বিজেপি এই বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান ইতিমধ্যে বিজেপি জন সম্পর্ক অভিযান প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ টি জনসভা আযোজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই জনসভা গুলো ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন দলীয় নেতারা। ফলে কিছু জনসভায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন, কয়েকটি জনসভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। বাকি গুলোতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রামেশ্বর তেলি অংশগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রতিটি জনসভায় ১৪০০ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে দশটি বিধানসভা কেন্দ্র থাকা লোকসভা কেন্দ্র গুলোতে দুই হাজার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। অর্থাৎ প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে ২০০ টি পরিবারের সঙ্গে বিজেপির জন সম্পর্ক অভিযানের লক্ষ্য রয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারি, রাজনাথ সিংহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এই চারজনের মধ্যে একজন ১৪ টি জনসভার মধ্যে একটিতে অংশগ্রহণ করবেন। তবে সেটা কে অথবা কোথায় অংশগ্রহণ করবেন সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসম সফরের কোন ভ্রমণসূচি নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

দলীয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে ১৩ জুন, শিলচর লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ জুন, গুয়াহাটি (পলাশবাড়ি) লোকসভা কেন্দ্রে ১০ জুন, বরপেটায় ১৫ জুন, কলিয়াবর এবং ডিফু লোকসভা কেন্দ্রে ১৬ জুন, কোকড়াঝার এবং যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রে ১৭ জুন, তেজপুরে এবং মঙ্গলদৈ লোকসভা কেন্দ্রে ১৮ জুন, লক্ষিমপুর এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ১৯ জুন জনসভার আযোজন করা হয়েছে। তবে নগাঁও এবং ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্রের জনসভার দিন এখনো ধার্য করা হয়নি বলে জানা গেছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নগাঁও এ অনুষ্ঠেয় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে বলে এক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। তবে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর অসম সফরের সম্ভাবনা একপ্রকারে নাকচ করে দিয়েছেন ফলে পরবর্তীকালে রাজ্য বিজেপির তরফে এক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেটা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে।

এবার ট্রাঙ্কের ভিতরে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ, পলাতক স্বামী

গুয়াহাটি মহানগরের এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ইদানিং বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড এবং মৃতদেহ উদ্ধারের নতুন নতুন ধরন নজরে আসছে। কখনো মৃতদেহ ফ্রিজে উদ্ধার হচ্ছে আবার কখনো মৃতদেহ কেটে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তবে এবার ট্রাঙ্কের ভিতরে উদ্ধার হয়েছে মহিলার মৃতদেহ। নাম বাসন্তী বৈশ্য। পলাতক স্বামী রাজু বৈশ্য এই হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গুয়াহাটি মহানগরে সংগঠিত এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড এবং মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মহানগরের লালুং গাঁও এলাকায় গত এক সপ্তাহ আগে ভাড়া বাড়িতে এসেছিলেন এক দম্পত্তি। রাজু বৈশ্য, তার দ্বিতীয় স্ত্রী বাসন্তী বৈশ্য এবং প্রথম স্ত্রীর পুত্র সন্তান। বাড়ির মালিকের কাছে কোনো ধরনের পরিচয় পত্র জমা না দিলেও রাজু বৈশ্য জানানো তথ্য অনুসারে তিনি মালিগাঁও এর বাসিন্দা, তার স্ত্রীর বাবার বাড়ি কার্বি আংলং এবং তিনি একটি ব্যক্তিগত কারখানায় গ্রিলের কাজ করেন। গত তিন দিন আগে রাজু বৈশ্য তার বাড়ির মালিকের কাছে এসে এটা জানিয়েছে যে তার স্ত্রী কোথাও পালিয়ে গেছে। ফলে নিজের স্ত্রীকে খুঁজে বের করার জন্য ভাড়া বাড়িতে তালা দিয়ে নিজের পুত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে তিন দিন আগেই সেখান থেকে চলে গেছে রাজু বৈশ্য। এবার তিনদিন পর সেই বাঁশ বেড়ার ভাড়া বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার ফলে বাড়ির মালিক বাধ্য হয়ে তালা ভেঙে সেই ঘরে প্রবেশের পর আসল বিষয় জানতে পারেন। সেখানে পড়ে থাকা ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে দুটো পা এর কিছুটা অংশ বেরিয়ে থাকতে দেখা গেছে। বিষয়টিতে হত্যাকাণ্ডের আঁচ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন বাড়ির মালিক। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে সেই ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে জনৈকা বাসন্তী বৈশ্যের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার জন্য পাঠানোর পাশাপাশি কুকুর নিয়ে এসে পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ বাড়ির মালিকের জবানবন্দি গ্রহণ করা ছাড়াও আশেপাশে বসবাস করা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে এখন পর্যন্ত সেই মহিলার স্বামী জনৈক রাজু বৈশ্য এর সন্ধান বের করতে পারেনি পুলিশ। তবে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজ্যজুড়ে এএসটিসির কর্মচারীদের ব্যাপক প্রতিবাদ অব্যাহত, তিনসুকিয়ায় বাসে অগ্নিসংযোগ

মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহন মন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এএসটিসির টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ব্যাপক প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। রাজ্য জুড়ে অধিকাংশ এএসটিসির কার্যালয়ে কর্মচারীদের ব্যাপক প্রতিবাদ আঃেদালন পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি তিনসুকিয়ায় এএসটিসির কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে থাকা বাসে অগ্নিসংযোগ অগ্নিসংযোগ করার ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। রাজ্য পরিবহন নিগমের কর্মচারীদের প্রতিবাদ কার্যসূচির ফলে এএসটিসির স্বাভাবিক বাস চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখা গেছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের নিযুক্তি পাওয়া ৪৪৭০৩ জন যুবকযুবতী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ১ জুন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজেদের নিযোগপ্রাপ্ত কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। অন্যদিকে এই দিনই সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এএসটিসির চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী স্থায়ীভাবে নিজেদের কর্মস্থল পরিত্যাগ করে ফিরে গেছেন। অর্থাৎ একদিকে রাজ্য সরকার ব্যাপক অনুষ্ঠান আযোজন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে ৪৪৭০৩ জন প্রার্থীকে নিযুক্তপত্র বিতরণ করেছে। অন্যদিকে অসম রাজ্য পরিবার নিগম (এএসটিসি) এর টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বর্তমান সময়ে অসমে ইন্টারভিউ ছাড়া সরকারি নিযুক্তি অসম্ভব বলে গতকাল মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে সরকারের এই নির্দেশের ফলে চাকরি হারানো প্রত্যেকের ব্যাপক প্রতিবাদের ফলে গতকালই হলুস্থল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি আঃেদালন পালন করে এএসটিসির কর্মচারীরা নিজেদের আঃেদালন প্রতিবাদ এবং সরকারবিরোধী স্লোগান এদিনও অব্যাহত রেখেছেন। রাজ্যের অধিকাংশ এএসটিসির কার্যালয়ে স্থায়ী কর্মচারী এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ কার্যসূচি পালন করেছেন। এমনকি পরিবার নিগমের কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবহন মন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করেছেন। তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া না পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে তারা এই আঃেদালন অব্যাহত রাখবেন বলে ঘোষণা করেছেন বরখাস্ত হওয়া টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী।

অবশেষে শুরু হলো গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবা

ফ্লাগ অফ পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার, এবার গুয়াহাটি যোরহাট গুয়াহাটি রুটে বিমানে পরিষেবা শুরু করার চিন্তা ভাবনা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বরাক উপত্যকা বাসীর জন্য অবশেষে সুখবর নিয়ে এলো ফ্লাইবিগ। মোট ৬৩ জন যাত্রী নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়েছে ফ্লাইবিগের গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবা শুরু করতে চলেছে। গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শিলচর অভিমুখী এই বিমানের ফ্লাগ অফ করেছেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। ফ্লাইবিগের ৭২ টি আসনের এই ছোট বিমানটির ভাড়া সর্বাধিক ৪৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে ভাড়া এক হাজার টাকা কিংবা দেড় হাজার টাকায়ও সীমিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতি সস্তার ভাড়াযুক্ত ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবায় যাত্রীরা দিনে দুইবার করে গুয়াহাটি শিলচর এবং শিলচর গুয়াহাটি যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। তবে গত ১ মে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবার ফ্লাগ অফ করেছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। সেই সময় তিনি বলেছিলেন ১৫ মে থেকে গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবা শুরু হবে। তবে বাস্তবে সেটা ১ জুন থেকে শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য আন্তঃরাজ্য বিমান সংযোগকে উন্নীত করার লক্ষ্যে, অসম সরকার গত ২৫ মার্চ বিগ চার্টার প্রাইভেট লিমিটেড (ফ্লাইবিগ) এর সাথে অউড়ন সেক্টরে বিমান পরিষেবার সুবিধার্থে একটি এমওইউ স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী ফ্লাইবিগ প্রতিদিনের ভিত্তিতে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি এবং গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটের মধ্যে ফ্লাইট পরিচালনা করবে। এই বিষয়টির তদারক করবে আসাম ট্যুরিজম ডেভেলপমেঃট কর্পোরেশন। নতুন বিমান পরিষেবা ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি বিমানবন্দর এবং শিলচরের কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে নতুন গতি এনে দেবে বলে মনে করে এই মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। ফলে অসম সরকার এবং বিগ চার্টার প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী গত ১ মে আনুষ্ঠানিক ভাবে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি রুটে ফ্লাইবিগের বিমান পরিষেবা শুরু করার পর এবার বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১ জুন থেকে গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবা শুরু করেছে। শিলচর অভিমুখী বিমানের ফ্লাগ অফ করার পর আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবা যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে। ফ্লাইবিগের এই বিমান দৈনিক গুয়াহাটি থেকে শিলচর অভিমুখে সকাল ৭.৩০ এ যাত্রা শুরু করবে। এবং পুনরায় সকাল ৮.৩০ এ গুয়াহাটি বিমানবন্দরে ফিরে আসবে বলে জানান তিনি। পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন গত কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ১ মে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়েছিল। এবার ১ জুন থেকে গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। শিলচরের উদ্দেশ্যে শুরু করা এই বিমান পরিষেবার মাধ্যমে শুধুমাত্র বরাক উপত্যকার স্থানীয় যাত্রীরাই নন বরং বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী রাজ্য এবং বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষ এক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। এই বিমান পরিষেবার মাধ্যমে সেই এলাকার জন্য যাতায়াতের এক সুন্দর ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রী জানান দীর্ঘদিন ধরে শিলচরের উদ্দেশ্যে বিমানের অভাব যাত্রীরা অনুভব করছিলেন। বিশেষ করে কভিডের সময়ে সরকার গুয়াহাটি শিলচরের মধ্যে বিমান পরিষেবা শুরু করেছিল। সেই সময় অন্যান্য বিমানের পরিষেবা বন্ধ ছিল। তবে মূল বিষয় এটাই যে শিলচরের জন্য বিমানের অভাব রয়েছে। গুয়াহাটি ডিব্রুগড়ের পর গুয়াহাটি শিলচরের মধ্যের এই বিমান পরিষেবাকে দ্বিতীয় রুট হিসেবে নিয়ে এবার গুয়াহাটি যোরহাটের মধ্যে বিমান পরিষেবা শুরু করার চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানান মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

মেসির সিদ্ধান্ত আগামী সপ্তাহে, বললেন জাভি

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসি কোথায় যাচ্ছেন? বার্সেলোনা, ইন্টার মায়ামি না সৌদি আরবের আল হিলালে? এ মুহূর্তে ফুটবলের দলবদল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আগ্রহের বিষয় এটিই। পিএসজি কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের কাল জানিয়ে দিয়েছিলেন শনিবারই পিএসজির জার্সিতে মেসি তাঁর শেষ ম্যাচ খেলবেন। যদিও আজ পিএসজি জানিয়েছে, শনিবার পিএসজির জার্সিতে নয়, এই মৌসুমের শেষ ম্যাচ খেলবেন মেসি। যার অর্থ হতে পারে, মেসির পিএসজি ছাড়া এখনো নিশ্চিত নয়!

মেসিকে দলবদল নিয়ে একেকবার একেক খবর সামনে আসার ঘটনা অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। গত মাসে বার্তা সংস্থা এএফপি খবর দিল, মেসি নাকি সৌদি আরবে খেলার জন্য চুক্তিতে একমত হয়েছেন। যদিও মেসির ঘনিষ্ঠজনেরা তখন খবরটি অস্বীকার করেন।

সম্প্রতি আবার শোনা যাচ্ছে, মেসির বাবা ও তাঁর এজেন্ট হোর্হে মেসি নাকি ছেলের সৌদি আরবের দিক থেকে আসা প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল তো মেসিকে দলে নিতে টাকার অঙ্ক রীতিমতো অকল্পনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেসিকে দলে ভেড়াতে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিও।

এদিকে বার্সেলোনা দাবি করেই যাচ্ছে, মেসি আবারও তাঁর প্রিয় ক্লাবে ফিরে যাবেন। কিন্তু সেটি নিয়েও আছে অনিশ্চয়তা। মেসিকে দলে নিতে হলে লা লিগার বেতন কাঠামো অনুসরণ করতে হবে। মানতে হবে উয়েফার আর্থিক সংগতি নীতি। সৌদি আরব থেকে মেসির যে প্রস্তাব আছে, সেটির সঙ্গে বিচার করলে বার্সেলোনার লম্ফঝম্প অদ্ভুতই লাগার কথা। কারণ, মেসিকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেয়নি বার্সেলোনা। অনেকের সন্দেহ, বার্সেলোনা মেসিকে আদৌ পেতে চায় কি না? নাকি পুরোটাই একধরনের দেখনদারি ব্যাপার।

এই যখন অবস্থা, তখন স্প্যানিশ পত্রিকা মুন্দো দেপোর্তিভোকে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বার্সেলোনা কোচ জাভি হার্নান্দেজ। তিনি জানিয়েছেন, মেসির সঙ্গে তাঁর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে। আর্জেন্টাইন তারকা আগামী সপ্তাহেই তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন।

আল নাসর তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো একই সঙ্গে জানিয়েছেন, মেসিকে বার্সেলোনায় স্বাগত জানানো হবে মুক্ত মনে, 'মেসিকে নিয়ে কমপক্ষে ২০০টি অনুমাননির্ভর খবর আপনি পাবেন। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে, মেসি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন আগামী সপ্তাহে। বার্সেলোনায় তাঁর জন্য দরজা খোলাই আছে। এখানে বিতর্কের অবকাশ নেই।'

কোচ হিসেবে তাঁর দিক দিয়ে মেসির প্রতি শতভাগ সমর্থন আছে বলেই জানিয়েছেন জাভি, 'কোচ হিসেবে আমার দিক দিয়ে মেসির বার্সেলোনায় আসার ব্যাপার শতভাগ সায় আছে। সে বার্সেলোনায় এলে আমরা তাকে আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করব।'

মেসিকে খুব অল্প বয়স থেকে দেখেছেন জাভি। একসঙ্গে খেলেছেন দীর্ঘদিন। জিতেছেন বেশ কিছু শিরোপা। সে হিসেবে মেসি জাভির কাছে অচেনা কেউ নন। কিন্তু এবার যদি মেসি ফেরেন কোচ হিসেবে তাঁকে কোন ভূমিকায় খেলাবেন তিনি? জাভির উত্তর খুবই পরিষ্কার, 'সে মাঠের যেকোনো জায়গায় খেলতে পারে। সে উইঙ্গার হিসেবে খেলতে পারে, মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে পারে, এমনকি ফলস নাইন হিসেবেও খেলতে পারে। সে তো এই জায়গাতেই সারা জীবন খেলেছে।'

মেসিকে পেলে বার্সেলোনার আক্রমণভাগে বাড়তি শক্তি যোগ হবে বলে মনে করেন জাভি, 'সবকিছুর মূলে একজন খেলোয়াড়ের প্রকৃতি প্রদত্ত অভ্যাসটাই আসল। এটাই একজন খেলোয়াড়ের খেলাটাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। আমি মনে করি আমাদের অ্যাটাকিং থার্ডে এ ধরনের খেলোয়াড়ের অভাব আছে। মেসি এলে এই জায়গায় আমাদের শক্তি বাড়বে।'

অবসর নেওয়ার পর জাভি কাতার লিগে আল সাদের হয়ে খেলেছেন। কোচও ছিলেন ক্লাবটির। সেখানে বেশ কয়েক মৌসুম কাটিয়ে তিনি আবারও বার্সেলোনায় ফিরেছেন কোচ হয়ে। প্রথমবার দায়িত্ব নিয়েই জাভি বার্সেলোনাকে জিতিয়েছেন লা লিগার শিরোপা।

বার্সেলোনার হয়ে ২১টি শিরোপা জিতেছেন মেসি। খেলেছেন টানা ১৭ বছর। ২০২১ সালের আগস্টে বার্সেলোনার আর্থিক সমস্যার মধ্যে ক্লাব ছাড়তে বাধ্য হন মেসি। বার্সেলোনা থেকে তিনি দুই বছরের চুক্তিতে যোগ দেন পিএসজিতে।

ভারতের যে মুসলিম নারী কুস্তিগিরকে কোনও পুরুষ হারাতে পারেনি

নয়া দিল্লি ঃ ১৯৫০ এর দশকে যখন ভারতে নারীদের কুস্তি লড়াটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, তখনই পুরুষ পালোয়ানদের একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেছিলেন হামিদা বানু।

ওই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুজন পুরুষ চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগির হেরে গিয়েছিলেন হামিদা বানুর কাছে। ওই দুজনের একজন ছিলেন পাটিয়ালার, অন্যজন কলকাতার।

সে বছরই মে মাসে তৃতীয় লড়াইয়ে নামার জন্য হামিদা বানু বরোদার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।

তার বরোদা আসার কথা জেনে শহরে একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। বরোদার বাসিন্দা, পুরস্কৃত খোখো খেলোয়াড়, ৮০ বছর বয়সী সুধীর পরব সেই সময়ে স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমার মনে আছে, ওই লড়াইটা মানুষের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে। এর আগে এরকম কোনও কুস্তির লড়াইয়ের কথা আগে কেউ শোনে নি।

কুস্তির লড়াই দেখার জন্য দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রাচীন ইউনানি লড়াইয়ের মতো করে। কিন্তু হামিদা বানু দর্শকদের কে।তুহল মেটানোর জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন।

সংবাদ এজেন্সি 'এপি' প্রতিবেদন করেছিল, 'ওই লড়াই মাত্র এক মিনিট ৩৪ সেকেন্ড ধরে চলেছিল। হামিদা বানু বাবা পালোয়ানকে চিৎ করে ফেলেছিলেন।'

রেফারি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে হামিদা বানুকে বিয়ে করার কোনও সম্ভাবনাই আর নেই বাবা পালোয়ানের। হামিদা বানুর প্যাঁচ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ বাবা পালোয়ানও ঘোষণা করেন যে সেটিই ছিল তার শেষ ম্যাচ।

ভারতের প্রথম পেশাদার নারী কুস্তিগির হিসাবে বিখ্যাত হয়ে ওঠা হামিদা বানু সাহসের সঙ্গে সেই সব চিরাচরিত কাহিনীগুলিকে বদলিয়ে দিচ্ছিলেন, যেখানে নারীদের দুর্বল হিসাবে দেখানো হত।

সেই সময়ে কুস্তিকে পুরুষদের ক্রীড়া বলেই দেখানো হত।

হামিদা বানু এতটাই চর্চিত নাম হয়ে উঠেছিলেন যে তার ওজন, উচ্চতা, খাদ্য তালিকা, সব কিছু নিয়েই আলোচনা হত।

যা জানা যায়, হামিদা বানুর ওজন ছিল ১০৭ কেজি আর তিনি ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন।

প্রতিদিন তার খাদ্য তালিকায় থাকত সাড়ে পাঁচ কিলো দুধ, পৌনে তিন কিলো সুপ, সওয়া দুই লিটার ফলের রস, একটা গোটা মুরগি, প্রায় এক কিলো খাসির মাংস, ৪৫০ গ্রাম মাখন, ছয়টা ডিম, এক কিলো বাদাম, দুটো বড় রুটি আর দুই প্লেট বিরিয়ানি।

এটাও বলা হত যে তিনি দিনে নয় ঘণ্টা ঘুমাতেন আর ছয় ঘণ্টা কসরত করতেন।

হামিদা উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে জন্ম নেন। তবে সালাম নামে এক পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখার জন্য তিনি আলিগড়ে চলে আসেন।

এক স্থানীয় সাংবাদিক হামিদা বানুর প্রশংসা করতে গিয়ে লেখেন, তার সঙ্গে কোনও নারীর লড়াই করার সুযোগ যে পাওয়া যায় না, তার কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব, তাই তাকে বাধ্য হয়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করতে হয়।

হামিদা বানুর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে এটা জানা যায় যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কম থাকার পাশাপাশি সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ভাবনা চিন্তার কারণেও ঘর ছেড়ে তাকে আলিগড়ে গিয়ে থিতু হতে হয়েছিল।

পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়াই

১৯৫৪ সালে যখন হামিদা বানু তার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রেখেছেন, সেই সময়ে তিনি দাবি করতেন যে ততদিনে তিনি ৩২০টি কুস্তির লড়াই জিতে ফেলেছেন।

তার উৎকর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছিল যে সে যুগের গল্প কাহিনীতেও তার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হত। এরকম গল্পও আছে যেখানে বিয়ের পাত্রের শক্তিকে হামিদা বানুর শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।

এসব মিলিয়েই বরোদার মানুষের কাছে কৌতুহলের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিলেন হামিদা বানু।

সুধীর পরব বলছিলেন, এক নারী পালোয়ান কোনও পুরুষ পালোয়ানের সঙ্গে লড়াইতে নামছেন, এটাই ছিল কৌতুহলের মূল কারণ।

তার কথায়, ১৯৫৪ সালে মানুষ বেশ প্রাচীনপন্থীই ছিল। তারা এটা মানতে প্রস্তুত ছিল না যে এরকম কোনও কুস্তির লড়াই হতে পারে। শহরে তার আসার ঘোষণা করা হয়েছিল নানা ব্যানারপোস্টার লাগিয়ে, যেগুলোতে হামিদা বানুর প্যাঁচের কায়দার উল্লেখ করা থাকত। ঠিক যেভাবে সিনেমার প্রচার হত, এই লড়াইয়ের প্রচারও সেভাবেই করা হয়েছিল।

মি. পরব বলছিলেন, আমার মনে আছে হামিদা বানু প্রথমে ছোট গামা পালোয়ানের সঙ্গে লড়বেন বলে ঠিক ছিল। গামা পালোয়ান লাহোরের বিখ্যাত গামা পালোয়ানের নামের সঙ্গে মিল রেখেই এই ছোট গামা পালোয়ানের নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ সময়ে ছোট গামা পালোয়ান হামিদা বানুর সঙ্গে কুস্তি লড়তে অস্বীকার করেন।

কোনও কোনও কুস্তিগির মনে করতেন যে নারী পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়া একটা লজ্জাজনক ব্যাপার।অন্যদিকে অনেক মানুষ ক্ষুব্ধও ছিলেন যে একজন নারী সবার সামনে পুরুষদের লজ্জাজনক ভাবে হারিয়ে চলেছেন।

মহারাষ্ট্রের কোলাপুর শহরে শোভা সিং পাঞ্জাবী নামে এক কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন হামিদা বানু। লড়াইয়ে ওই পুরুষ কুস্তিগির হেরে যাওয়ায় কুস্তিপ্রিয় মানুষজন নানা কথা শোনায় হামিদা বানুকে, তার ওপরে পাথরও ছোঁড়া হয়।

ভিড় সামলাতে পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। অনেক সাধারণ মানুষ তো হামিদা বানুর ওই জয়কে বানোয়াটও বলেছিল।তবে বিষয়টা সেখানেই থেমে থাকে নি।

লেখক রনবিজয় সেন তার বই 'নেশন অ্যাট প্লে ঃ হিস্ট্রি অফ স্পোর্ট ইন ইন্ডিয়া'তে লিখেছেন ওই ম্যাচে খেলা আর মনোরঞ্জন মিশিয়ে ফেলা হয়েছিল। হামিদা বানুর লড়াইয়ের পরে সেখানেই দুজন এমন পালোয়ানের মধ্যে লড়াই হওয়ার কথা ছিল, যাদের একজন ছিলেন খোঁড়া অন্যজন দৃষ্টিহীন।

তবে সেই ম্যাচটা বিনোদনের জন্যই আয়োজন করা হয়েছিল। তবে ম্যাচটি বাতিল করে দেওয়া হয় কারণ দৃষ্টিহীন পালোয়ান দাঁতের ব্যথার কথা জানিয়েছিলেন, তাই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

মি. সেনের লেখা অনুযায়ী, হামিদা বানুকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের কাছে অভিযোগ জানাতে হয় যে তার ম্যাচগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মি. দেশাইয়ের জবাব ছিল ম্যাচগুলো নারী পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে বন্ধ করা হচ্ছে না। ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে বলেই ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল যে হামিদা বানুর বিপরীতে ডামি পালোয়ান বা কমজোর কুস্তিগির নামানো হচ্ছে।

সেই সময়ে এটা একটা ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল যে হামিদা বানু কম জোর পালোয়ানদের বিরুদ্ধেই ম্যাচে নামছেন।

মহেশ্বর দয়াল ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত তার বই 'আলম এইন্তখাব দিল্লি'তে লিখেছেন, তিনি একেবারে পুরুষ পালোয়ানদের মতোই লড়াই করতেন। যদিও কেউ কেউ মনে করত যে হামিদা বানু আর পুরুষ পালোয়ানদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আগে থেকেই হয়ে যেত যাতে পুরুষরা জেনেশুনেই হামিদার কাছে হেরে যেতেন।

পুরুষ লেখকদের মধ্যেও কেউ কেউ তাকে নিয়ে মজা করতেন আবার তার কৃতিত্ব নিয়ে প্রশ্নও তুলতেন।

নারীবাদী লেখিকা কুর্রতুল এন হায়দর তার কাহিনী 'ডালনওয়ালা'তে হামিদা বানুর প্রসঙ্গে লিখেছেন, ১৯৫৪ সালে মুম্বাইতে একটা সর্বভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে হামিদা বানু তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন।

তিনি লিখছেন, কোনও মায়ের বেটা ওই বাঘের বাচ্চাকে হারাতে পারল না আর ওই প্রতিযোগিতাতেই অধ্যাপক তারাবাঈও দারুণ কুস্তি লড়েছিলেন। ওই দুই নারী পালোয়ানের ছবি বিজ্ঞাপনেও ছাপা হয়েছিল। সেইসব ছবিতে তাকে গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। তার গলায় অনেক পদক ঝুলছিল। ওইভাবেই তিনি ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছিলেন।

সেই সময়ের রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৪ সালেই মুম্বাইতে বিখ্যাত রাশিয়ান কুস্তিগির ভিরা চেস্তলিনকে এক মিনিটেরও কম সময়ে পরাজিত করেন। সে বছরই হামিদা বানু ইউরোপীয় পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি লড়তে ইউরোপ যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

কিন্তু ওইসব স্মরণীয় কুস্তি ম্যাচগুলির পরে হঠাৎই হামিদা বানু কুস্তি জগৎ থেকে হারিয়ে যান। তারপরে হামিদা বানুর নাম শুধুই ইতিহাসের পাতায় নজরে আসে।

হামিদা বানো ও সালাম পালোয়ান

হামিদা বানুর সম্পর্কে আরও জানার জন্য আমি তার কাছের মানুষ আর আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তারা এখন দেশ আর বিদেশের নানা জায়গায় বসবাস করেন।

তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে ইউরোপ যাওয়ার যে ঘোষণা হামিদা বানু করেছিলেন, সেটাই ছিল তার কুস্তি ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার কারণ।

হামিদা বানুর নাতি ফিরোজ শেখ এখন সৌদি আরবে থাকেন। তিনি বলছিলেন, মুম্বাইতে এক বিদেশী নারী কুস্তিগির এসেছিলেন হামিদা বানুর সঙ্গে কুস্তি লড়তে। তিনি দাদীর কাছে হেরে যান। তিনি দাদীকে ইউরোপে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দাদীর গুরু সালাম পালোয়ান ওই প্রস্তাবে রাজী হন নি।

তিনি আরও বলছিলেন, দাদীকে আটকানোর জন্য সালাম পালোয়ান লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন, হাত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

সেই সময়ে তারা দুজনে আলিগড় থেকে মাঝে মাঝেই মুম্বাই আর কল্যানে আসতেন। সেখানে তাদের দুধের ব্যবসা ছিল।

কল্যান শহরে হামিদা বানুর প্রতিবেশী ছিলেন রাহিল খান। হামিদা বানুর ওই মার খাওয়ার ঘটনাটি নিশ্চিত করলেন মি. খান। রাহিল খান এখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। তার কথায়, সালাম পালোয়ান আসলে মেরে তার পা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

তিনি বলছিলেন, আমার খুব ভালো করেই মনে আছে, তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারতেন না। পরে যদিও তার পা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু বহু বছর পর্যন্ত তিনি লাঠি ছাড়া ঠিক মতো হাঁটতে পারতেন না।

দুজনের মধ্যে সাধারণ একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। সালাম পালোয়ান আলিগড়ে ফিরে যান কিন্তু হামিদা বানো কল্যান শহরেই থেকে যান, বলছিলেন মি. খান।

রাহিল খানের কথায়, ১৯৭৭ সালে হামিদা বানুর নাতির বিয়েতে সালাম পালোয়ান আবারও একবার কল্যানে এসেছিলেন। তখন দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল। দুই তরফই লাঠি বার করে ফেলেছিল।

সালাম পালোয়ান বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তার আত্মীয়রা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতা আর সিনেমার তারকাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি নিজেও একজন নবাবের মতো জীবন কাটাতেন।

রাহিল খানের বাবামা শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, তাই হামিদা বাউ মাঝে মাঝেই তাদের কাছে আসতেন। মি. খানের মা ফিরোজ শেখ আর তার ভাই বোনেদের ইংরেজি পড়াতেন।

তিনি বলছিলেন, সালামের সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি যতই বাড়তে লাগল, হামিদা বানু নিজের সঞ্চয় সুরক্ষিত রাখতে সেগুলো আমার মায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে যেতেন।

কিন্তু শেষ জীবনে বেশ অভাবেই কাটাতে হয়েছিল হামিদা বানুকে।কল্যানে নিজের বাড়ির সামনে খোলা মাঠেই হামিদা বানু বুন্দি বিক্রি করতেন।

আবার তিনি নিজের সন্তানদের আলিগড় বা মির্জাপুরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। সালাম পালোয়ানের মেয়ে সহারা আলিগড়েই থাকেন।সালাম পালোয়ান যখন মৃত্যুশয্যায়, সেই সময়ে একবার হামিদা বানু আলিগড়ে এসেছিলেন তাকে দেখতে।

মির্জাপুরে হামিদা বানুর আত্মীয়রা এই বিষয়ে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন কিন্তু আলিগড়ে সালাম পালোয়ানের আত্মীয়রা কথা বলার সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছিলেন।

তারা দাবি করছিলেন যে হামিদা বানু আসলে সালাম পালোয়ানকেই বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সেটা স্বাধীনতারও আগের ঘটনা।

কিন্তু সালাম পালোয়ানের মেয়ে সহারা হামিদা বানুকে নিজের মা বলতে চাইছিলেন না। পরে তিনি বলেন যে তিনি তার সত্মা ছিলেন। হামিদা বানো আর সালাম পালোয়ান বিয়ে করেছিলেন, সেটাও জানালেন তিনি। সহারা বলছিলেন যে, হামিদা বানুর বাবা মা তার এই পুরুষদের খেলা কুস্তি লড়াতে প্রবল আপত্তি ছিল। সেই সময়ে সালাম পালোয়ান তাদের শহরে গিয়েছিলেন। তখনই হামিদাকে বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন সালাম।

তার কথায়, বাবা মির্জাপুর গিয়েছিলেন কুস্তি লড়তে। সেখানেই হামিদার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে এখানে আলিগড়ে নিয়ে আসেন।

তিনি আমার বাবার সহায়তা চেয়েছিলেন। বাবার সাহায্যেই তিনি কুস্তি লড়তেন আর দুজনে একসঙ্গেই থাকতেন, বলছিলেন সহারা।

হামিদা বানুর নাতি ফিরোজ শেখ তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাশে ছিলেন। তিনি সহারা বা অন্য আত্মীয়স্বজনদের কথা মানতে চান না। তিনি বলছিলেন, হামিদা বানু সালাম পালোয়ানের সঙ্গে থাকতেন ঠিকই, কিন্তু কোনওদিন তাদের বিয়ে হয় নি। আসলে দাদী আমার বাবাকে দত্তক নিয়েছিলেন। তবে আমার কাছে তো তিনি আমার দাদীই, বলছিলেন মি. শেখ।

হামিদা বানু আর সালাম পালোয়ানের পরিবারের একেক রকম কথা বাদ দিলেও তাদের দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঠিক কী ছিল, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এটা ঘটনা যে 'কোনও মায়ের বেটা পয়দা হয় নি', যে ওই 'বাঘের বাচ্চা' নারীকে কুস্তিতে শেষ দিন পর্যন্ত হারাতে পেরেছে।

সংক্ষিপ্ত ››

বাজেট যেসব পণ্যের দাম বাড়ছে ও কমছে

ঢাকা ঃ প্রতি বছর নতুন বাজেট ঘোষণার পর দেখা যায় বেশ কিছু পণ্যের দামের পরিবর্তন ঘটে। কিছু পণ্যে শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করে সরকার, ফলে সাধারণত সেসব পণ্যের দাম কমতে দেখা যায়। আবার কিছু পণ্যে সরকার নতুন করে কর আরোপ করে, ফলে অনেক পণ্যেরই দাম বেড়ে যায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট ঘিরেও সাধারণ মানুষের আগ্রহ হচ্ছে - কোন জিনিসের দাম বাড়তে বা কমতে পারে। এতে দেখা যায়, নতুন করে যতো পণ্যের দাম বাড়তে যাচ্ছে, সে তুলনায় দাম কমবে খুব অল্প পণ্যের।

দাম বাড়ছে যেসব পণ্যের

সিগারেট

প্রতিবছরই বাজেট ঘোষণার পর সবচেয়ে আলোচনা হয় সিগারেটের দাম বৃদ্ধি ঘিরে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। যথারীতি বাজেট ঘোষণার কয়েক সপ্তাহ আগেই দাম বেড়ে যায় সিগারেটের। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল তার বাজেট বক্তৃতায় তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশকিছু প্রস্তাব রাখেন। সেক্ষেত্রে সিগারেটকে চারটি ভাগে ভাগ করে নিম্নস্তরের সিগারেটের প্যাকেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৪৫ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৮ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া মধ্যম স্তর, উচ্চ স্তর ও অতি উচ্চ স্তরের সিগারেটের উপর ৬৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। একইসাথে দাম বেড়েছে ইলেকট্রনিক সিগারেটেরও। তবে বিড়ির দাম গতবছরের ন্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এছাড়া তামাকজাত পণ্যের মধ্যে জর্দা ও গুলের শুল্ক না বাড়লেও খুচরা দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিমেন্ট

সিমেন্ট উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল সিমেন্ট ক্লিঙ্কার্স, যার শুল্ক প্রতি মেট্রিক টনে ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের জন্য 'স্পেসিফিক রেট অফ ডিউটি' প্রতি মেট্রিক টনে ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯৫০ টাকা করার প্রস্তাব দেন অর্থমন্ত্রী। ফলে এখন প্রতি বস্তা সিমেন্টের দামে এর প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন বর্তমানে সিমেন্ট উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই আমদানি শুল্ক যৌক্তিকীকরণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে সিমেন্ট ক্লিঙ্কার্সের এই শুল্কহার বাড়ানো হল।

মোবাইল ফোন

নতুন অর্থবছরে মোবাইল ফোনের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর বাড়ানো হয়েছে। যা এতদিন শূন্য শতাংশ ছিল সেখানে ২ শতাংশ, এরপর ৩ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ কর বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এক্ষেত্রে সব ধরণের মোবাইল ফোনের দাম বেড়ে যেতে পারে।

এলপিজি সিলিন্ডার

গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বাড়তে যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেন স্থানীয়ভাবে সিলিন্ডার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে গত ১২ বছর ধরে শুল্ককর ছাড় সুবিধা ভোগ করে আসছে। কিন্তু রাজস্ব আহরণের স্বার্থে সিলিন্ডার তৈরীর দুটি উপাদান স্টিল শিট এবং ওয়েল্ডিংয়ের তার আমদানির উপর থেকে করছাড় সুবিধা তুলে নেয়া হয়েছে। একইসাথে এর উপর ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত সরকারের।

প্লাস্টিক পণ্য ঃ প্লাস্টিকের তৈরী সকল ধরণের টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, গৃহস্থালি সামগ্রীর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেন অর্থমন্ত্রী। তবে প্লাস্টিকের টিফিন বক্স ও পানির বোতলের কর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া বাজেটে নতুন করে শুল্ককর যোগ হওয়ায় কলম, টিস্যু পেপার, বাসমতি চাল, খেজুর, ফেসওয়াশ, অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্র ও সেনিটারি সামগ্রীর দাম বাড়তে পারে। বাজেট ঘোষণার পর দাম বাড়ার বিপরীতে দাম কমছে অল্প কিছু পণ্যের।

ফেসবুক ইউটিউব থেকে যুদ্ধাপরাধের ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলা হচ্ছে

ইউক্রেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সামাজিক মাধ্যমে গা শিউরানো ছবি ও ভিডিও মুছে ফেললে সম্ভাব্য মানবাধিকার লংঘনের সাক্ষ্যপ্রমাণ হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে বিবিসির অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

এসব সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলো প্রায়শই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গা শিউরানো ভিডিও বা যেসব ভিডিওতে অত্যাচার নির্যাতনের অস্বস্তিকর ছবি আছে সেগুলো সরিয়ে নেয়। কিন্তু তারা বলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজ মামলা দায়েরে সহায়তা করতে পারে সেগুলো আর্কাইভে সংরক্ষণ না করে নামিয়ে নেয়া সম্ভব।

মেটা এবং ইউটিউব বলছে, এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য হল একদিকে কোন কিছুর সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরা এবং অন্যদিকে ক্ষতিকর কন্টেন্ট থেকে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা।

তবে মেটার ওভারসাইট বোর্ড, যারা মেটা মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর সার্বিক নজরদারি করে তার সদস্য অ্যালান রাসব্রিজার বলছেন, এই খাতের কোম্পানিগুলো কন্টেন্ট নজরদারির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর্ক।

এই প্ল্যাটফর্মগুলো বলছে, এধরনের কোন কন্টেন্ট যদি জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে সেগুলো সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা তাদের আছে। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধে বেসামরিক মানুষের ওপর হামলার নথিসম্বলিত ফুটেজ বিবিসি আপলোড করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছে সেগুলো খুব দ্রুত সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাধারণভাবে ক্ষতিকর এবং অবৈধ কন্টেন্ট সরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যখন যুদ্ধের সহিংস ফুটেজ নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয়, তখন কোনটা মানবাধিকার লংঘন বলে গণ্য হতে পারে, সেই সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা তার থাকে না।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে এসব তথ্য যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য সোশাল মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

প্ল্যাটফর্মগুলোতে অসহনীয় বা মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে এমন কিছু দেখার সাথে সাথেই সেগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য কোম্পানিগুলো কেন যান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করছে এবং তাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সেটা বোধগম্য, বিবিসিকে বলেছেন মি. রাসব্রিজার। যে সার্বিক নজরদারি বোর্ডের তিনি সদস্য, সেই বোর্ড চালু করেছিলেন মার্ক জাকারবার্গ এবং তার কোম্পানি, যা ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মালিক, সেই কোম্পানির জন্য এই বোর্ড এক ধরনের নিরপেক্ষ সুপ্রিম কোর্ট হিসাবে পরিচিত।

আমি মনে করি এখন তাদের ভাবতে হবে এমন একটা ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব - সেটা মানুষ বা এআই প্রযুক্তি যেটা ব্যবহার করেই হোক না কেন - যে ব্যবস্থা আরও যুক্তিসঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, আরও বলেন মি. রাসব্রিজার, যিনি গার্ডিয়ানের সাবেক প্রধান সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সামাজিক মাধ্যমে কন্টেন্টের ওপর নজরদারির অধিকার যে রয়েছে, তা কেউ অস্বীকার করছে না, বলছেন গ্লোবাল ক্রিমিনাল জাস্টিসের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বেথ ভ্যান শ্যাক ঃ আমার মতে, উদ্বেগের কারণ ঘটছে, যখন সেই তথ্য বা কন্টেন্ট হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

সাবেক এক পর্যটন সাংবাদিক ইহর জাখারেঙ্কোর সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে ইউক্রেনে। সেখানে রাশিয়া আক্রমণ চালানোর পর থেকে তিনি বেসামরিক মানুষদের ওপর হামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ নথিবদ্ধ করছেন।

কিয়েভের এক শহরতলিতে তার সঙ্গে দেখা করে বিবিসি। সেখানে রুশ দখলীকৃত এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টার সময় এক বছর আগে পুরুষ, নারী ও শিশুদের রুশ সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে।

তিনি সেখানে অন্তত ১৭টি মৃতদেহের এবং অগ্নিদগ্ধ গাড়ির ভিডিও ছবি তোলেন।

তিনি এসব ভিডিও অনলাইনে পোস্ট করতে চেয়েছিলেন যাতে বিশ্বের মানুষ দেখতে পায় কী হচ্ছে এবং ক্রেমলিনের বক্তব্যকে তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু তিনি ওইসব ফুটেজ ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়।

রাশিয়ানরা বলছিল ওগুলো ভুয়া। তারা কোন বেসামরিক মানুষের গায়ে হাত দেয়নি, তারা শুধু ইউক্রেনীয় সৈন্যদের সঙ্গে লড়ছে, জানান ইহর।

বিবিসি নতুন বিকল্প অ্যাকাউন্ট খুলে ইহরের ফুটেজগুলো ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবে আপলোড করে।

চারটির মধ্যে তিনটি ভিডিও, ইনস্টাগ্রাম এক মিনিটের মধ্যে সরিয়ে নেয়।

ইউটিউব প্রথমে ওই একই তিনটি ভিডিও দেখার ওপর বয়সসীমা আরোপ করে, কিন্তু পরে ১০ মিনিটের মধ্যে সবগুলো ভিডিওই তারা সরিয়ে ফেলে।

আমরা আবার ভিডিওগুলো আপলোড করার চেষ্টা করি - কিন্তু সেগুলো আর তোলা যায়নি। ভিডিওগুলোতে যুদ্ধাপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, সেই যুক্তিতে ওগুলো পুনরুদ্ধারের দাবি জানালে সে দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হয়। ইউটিউব এবং মেটার বক্তব্য অনুযায়ী, যেসব কন্টেন্ট সাধারণভাবে সরিয়ে নেয়ার নীতি আছে, কিন্তু যুদ্ধের বিশদ ফুটেজের কারণে যেগুলো জনস্বার্থে রাখা জরুরি, সেগুলো না সরানোর বিধান রয়েছে, এবং শুধু প্রাপ্তবয়স্করা দেখতে পারবেন সেগুলো এই নিয়ম অনুযায়ী রাখার কথা। কিন্তু ইহরের ভিডিও নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে এই নীতি কাজ করে না।

মেটা বলছে তাদের পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ন্যায্য আইনি অনুরোধ এবং আইন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার আর আন্তর্জাতিক স্তরে দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানাতে আরও কী পথ আছে তার জন্য আমাদের অব্যাহত অনুসন্ধান।

ইহর তার ভিডিও অনলাইনে পোস্ট করতে চেয়েছিলেন যাতে বিশ্বের মানুষ দেখতে পায় ইউক্রেনে কী হচ্ছে এবং ক্রেমলিনের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ইউটিউব বলছে নাড়া দেয়া জ্বলন্ত দৃষ্টান্তমূলক কন্টেন্ট জন স্বার্থে মুছে না ফেলার নীতি তাদের থাকলেও, ইউটিউব কোন আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা নয়। মানবাধিকার সংগঠন, আন্দোলনকর্মী, মানবাধিকার প্রবক্তা বা মানবাধিকারের পক্ষে যারা লড়াই করছেন, গবেষক, সাংবাদিক নাগরিক, অথবা যারা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা নথিবদ্ধ করেন কিংবা সম্ভাব্য অপরাধ খতিয়ে দেখেন, তাদের কাজের কারণে কন্টেন্ট সংরক্ষণ বা সেগুলো নিরাপদে রাখার সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করা তাদেরই দায়িত্ব।

বিবিসি আরও কথা বলেছে ইমাদের সাথে। সিরিয়ায় আলেপ্পোর কাছে ২০১৩ সালে সিরিয়া সরকার ব্যারেল বোমা হামলা চালানোর আগ পর্যন্ত অ্যালেপ্পোয় তার একটা ওষুধের দোকান ছিল। তার মনে আছে ওই বোমা হামলায় ঘরের ভেতর ধুলো আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে সাহায্যের জন্য মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে তিনি বাইরে বাজার এলাকায় গিয়ে দেখেছিলেন পড়ে আছে মানুষের রক্তাক্ত লাশ, ছিন্নভিন্ন হাতপা।

স্থানীয় টিভি সাংবাদিকরা এসব দৃশ্যের ছবি তুলেছিলেন। ফুটেজ পোস্ট করেছিলেন ইউটিউব আর ফেসবুকে। কিন্তু পরে সেগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়। সিরিয় সাংবাদিকরা বিবিসিকে বলেন যুদ্ধের ডামাডোলে, বোমা হামলায় তাদের নিজেদের তোলা ভিডিও ফুটেজও ধ্বংস হয়ে গেছে।

যুদ্ধের কয়েক বছর পর ইমাদ যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আশ্রয়ের আবেদন করেন, তাকে বলা হয় তিনি যে ঘটনাস্থলে ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ নথি দেখাতে হবে।আমি নিশ্চিত আমার ওষুধের দোকানের অবস্থা ক্যামেরায় ধরা ছিল। কিন্তু আমি যখন অনলাইনে খোঁজ করলাম আমাকে দেখানো হল সংশ্লিষ্ট ভিডিও 'ডিলিট' করে দেয়া হয়েছে।

এধরনের অভিজ্ঞতার আলোকে নেমোনিক নামে বার্লিন ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা এই ধরনের কন্টেন্ট সরিয়ে নেয়ার আগেই তা আর্কাইভ করার কাজে এগিয়ে এসেছে।

তারা এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছে যা মানবাধিকার লংঘনের সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বলিত কন্টেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করে সেভ করে রাখছে। প্রথমে সিরিয়ার কন্টেন্ট তারা সংগ্রহ করেছে, এরপর এখন কাজ করছে ইয়েমেন, সুদান আর ইউক্রেনের ফুটেজ নিয়ে।

সামাজিক মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলার আগেই তারা যুদ্ধ এলাকার সাত লাখের ওপর ছবি সেভ করে রেখেছে। এর মধ্যে ইমাদের ওষুধের দোকানের কাছে হামলার তিনটি ভিডিও রয়েছে।

এধরনের প্রতিটি ছবির মধ্যে হয়তো এমন গুরুত্বপূর্ণ সূত্র রয়েছে যা ধরে বের করা সম্ভব রণাঙ্গনে বা হামলার জায়গায় ঠিক কী ঘটেছিল ঘটনাস্থল, তারিখ এমনকী হামলাকারীরও হদিশ মিলতে পারে।

তবে নেমোনিক এর মত সংগঠনগুলোর পক্ষে সারা বিশ্বের প্রতিটি সংঘাতস্থলের ছবি বা ভিডিও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। কাজেই যত বেশি সম্ভব সূত্র পাওয়াটা এজন্য জরুরি।

যাচাই প্রক্রিয়া অনেকটা ধাঁধাঁ সমাধান করার মত কী হয়েছিল তার সঠিক ধারণা পেতে হলে কার্যত সম্পর্কহীন বিভিন্ন তথ্যও আপনাকে জোড়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র খোঁজার চেষ্টা করতে হবে, বলছেন 'বিবিসি ভেরিফাই' বিভাগের অলগা রবিনসন।

সামাজিক মাধ্যমে অজানা সূত্র থেকে প্রায় সকলের কাছেই নানা তথ্য আসে। সহিংস সংঘাতে জড়িয়ে পড়া আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করতে যারা উদ্যোগী হন অনেক সময় এসব তথ্য ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করার কাজটা তাদের ঘাড়েই পড়ে। রাহোয়া থাকেন আমেরিকায় এবং তার পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন ইথিওপিয়ার টিগ্রে এলাকায়। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ব্যাপক সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকা। সেখানে ইথিওপিয়ার কর্তৃপক্ষ তথ্যপ্রবাহ কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে সোশাল মিডিয়ার দৌলতে সংঘাতের দৃশ্যমান রেকর্ড এখন দুর্লভ নয়। আগে এসব ঘটনা বিশ্ববাসীর চোখের আড়ালেই থেকে যেত।

এটা আমাদের কর্তব্য, রাহোয়া বলেন। আমি এনিয়ে বহু ঘণ্টা গবেষণার কাজ করেছি। কাজেই এধরনের কন্টেন্ট দেখলে যেসব গোয়েন্দা তথ্য আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত সূত্র থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব, সেসব তথ্যের আলোকে এগুলো যাচাই করার চেষ্টা আপনি সহজেই করতে পারেন। অবশ্য আমার পরিবার ঠিক আছে কিনা সেটা আমি জানব না।

মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা কন্টেন্ট সংগ্রহ করার এবং সেগুলো নিরাপদ স্থানে মজুত রাখার জন্য একটা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলা খুবই জরুরি। কন্টেন্টের তথ্য বা মেটাডেটা সংরক্ষণের বিষয়টা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই দরকার, যাতে এসব কন্টেন্ট যাচাই করে দেখা যায়, কোথায়, কখন, কীভাবে এসব ছবি বা ভিডিও তোলা হয়েছিল এবং এসব তথ্যের কেউ ইচ্ছা করে কোনরকম রদবদল করেনি।

গ্লোবাল ক্রিমিনাল জাস্টিসের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিজ ভ্যান শ্যাক বলছেন ঃ আমাদের এমন একটা পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এগুলোর সম্ভাব্য বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রমাণযোগ্য তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে আগ্রহী হতে হবে।

টুকরো খবর

বিমান বাহিনীর অনুষ্ঠানে মঞ্চে পড়ে গেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতে বিমান বাহিনী একাডেমির একটি অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঞ্চে পড়ে যান। ৮০ বছর বয়সী মি. বাইডেন যখন মঞ্চে পড়ে যান তখন তাকে দ্রুত উঠে দাঁড়াতে সহায়তা করেন বিমানবাহিনীর একজন কর্মকর্তা এবং প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তায় নিয়োজিত দুজন নিরাপত্তা কর্মী। মি. বাইডেনকে দেখে মনে হয়নি যে তিনি আঘাত পেয়েছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বাহু ধরে তিনজন তাকে উঠে দাঁড়াতে সহায়তা করছেন। বিমান বাহিনীর ৯২১জন ক্যাডেটের সবার সাথে প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে হাত মেলান। হোয়াইট হাউজের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট 'ভালো আছেন'। তিনি যখন করমর্দন করছিলেন তখন মঞ্চে একটি ছোট বালির ব্যাগ ছিল, টুইটারে লিখেছেন বেন লাবোল্ট। বালির ব্যাগে আমার পা আটকে গিয়েছিল, হোয়াইট হাউজে ফিরে হাসিমুখে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। হোয়াইট হাউজের প্রেস টিম থেকে এর আগে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন যখন তার আসনে ফেরত যাচ্ছিলেন তখন ছোট কালো একটি বালুর ব্যাগে তার পা আটকে গিয়েছিল। মঞ্চে টেলিপ্রম্পটারের জন্য বালু ভর্তি ছোট দুটো ব্যাগ রাখা হয়েছিল। উঠে দাঁড়ানোর পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন আঙুল দিয়ে বালু ভর্তি সে ব্যাগটি দেখিয়ে দেন। প্রেসিডেন্টের ভাষণের জন্য যে টেলিপ্রম্পটার ব্যবহার করা হয় সেটি যাতে পড়ে না যায় সেজন্য বালু ভর্তি ছোট ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সহায়তায় উঠে দাঁড়ানোর পর মি. বাইডেন কোন সহায়তা ছাড়া তার আসনে গিয়ে বসেন। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই অনুষ্ঠান শেষ হয়। এরপর মি, বাইডেন মঞ্চ থেকে নেমে জগিং করতে করতে তার গাড়ি বহরের সামনে যান। বিমানে ওঠার পর মি. বাইডেন এ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন গ্রহণ করেননি। হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র ক্যারিন জ্যাঁ পিয়ের বলেন, প্রেসিডেন্ট 'পুরোপুরি ভালো আছেন' এবং 'তিনি বড় একটি হাসি' দিয়ে বিমানে ওঠেন। সমালোচকরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অনেক বয়স হয়েছে এবং তিনি আগামী নির্বাচনে লড়ার করার জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম নন। সম্প্রতি বিভিন্ন জনমত জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকার বেশিরভাগ ভোটার প্রেসিডেন্টের বার্ধক্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি যদি নির্বাচনে জয়লাভ করে দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করেন ততদিন তার বয়স হবে ৮২ বছর।

এবার মঞ্চে পড়ে যাওয়া, এর আগে এয়াফোর্স ওয়ানে ওঠার সময় সিঁড়িতে পড়ে যাওয়া এবং সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া - এসব মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে ভোটারদের উদ্বেগ বাড়বে।

'টানা সাতদিন থাকবে গরমের তীব্রতা, বাড়বে লোডশেডিং'

ঢাকা ঃ বিদ্যুৎ সংকট আর লোডশেডিং নিয়ে ইত্তেফাকের বিষয়ক খবরের শিরোনাম, টানা সাতদিন থাকবে গরমের তীব্রতা বাড়বে লোডশেডিং। আবহাওয়া অধিদপ্তরের বরাত দিয়ে এই খবরে বলা হয়েছে যে অন্তত ৭ তারিখ পর্যন্ত এই গরম অব্যাহত থাকবে। আর এই সময়ে বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদা সামাল দিতে লোডশেডিংয়ের মাত্রা আরো বাড়তে পারে। লোডশেডিংয়ের কারণে রাজধানী ঢাকার মানুষের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ডেইলি স্টারের Frequent power cuts pile misery on city residents প্রতিবেদনে। গত দু'দিন ধরে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকার মানুষ দিনে পাঁচছয় ঘণ্টা করে লোডশেডিংয়ের শিকার হচ্ছেন বলে উঠে এসেছে এই প্রতিবেদনে। এছাড়া বাজেট নিয়ে খবর আছে সব পত্রিকাতেই। অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতামত প্রকাশ করেছে প্রথম আলো, শিরোনাম এর চেয়ে বড় গোঁজামিল আর হতে পারে না। বাজেটে চলমান অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার স্বীকৃতি ও উপলব্ধি নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি। তাই সমস্যা সমাধানের পথও 'অস্পষ্ট ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুপস্থিত' বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। তার লেখায় তিনি তুলে ধরেছেন যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ, সুদহার বৃদ্ধি ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে বলা হলেও এসব পদক্ষেপের কারণে জীবনযাত্রার ব্যয়ে প্রভাব পড়বে কিনা, তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। এছাড়া তুলনামূলক কম আয়ের মানুষের ওপর করের বাধ্যবাধকতা দেয়াকে 'করনীতির ন্যায্যতার বরখেলাপ' মনে করছেন তিনি। করবৃদ্ধিকে ঘিরে ইত্তেফাকের প্রধান শিরোনাম আরো বাড়ল করের চাপ। প্রতিবেদক বলছেন এই বাজেটে কর আদায় বাড়াতে আয় নেই এমন ব্যক্তিকেও করের আওতায় আনার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বিপরীতে ধনীদের ওপর সারচার্জ শিথিল করা হয়েছে। কর কাঠামসোর এমন প্রস্তাবের ফলে ফোন, লেখার কলম, প্লাস্টিক পণ্য, অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্র ব্যবহারের খরচ বাড়বে বলে তুলে ধরেন প্রতিবেদক। স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ কমায় স্বাস্থ্য সেবার খরচ বাড়বে উল্লেখ করে নিউ এজের প্রতিবেদনের শিরোনাম Healthcare to be costlier as budgetary allocation declines. প্রতিবেদক বলছেন, গত অর্থ বছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বাজেটের ৫.৪ শতাংশ বরাদ্দ থাকলেও এবার বরাদ্দ ৫ শতাংশ, যার প্রভাব পড়বে মানুষের পকেটে।

'যার করযোগ্য আয় নেই তার জন্য কর বাধ্যতামূলক করা অন্যায্য'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটির সাথে বাস্তবতার তেমন একটা সম্পর্ক নেই বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি। শুক্রবার ঢাকায় বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা তুলে ধরে সিপিডি। বাজের মাধ্যমে সরকার যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে কি না সেটি নিয়ে অনেক সন্দেহ ও সংশয় আছে বলে মনে করে সিপিডি। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর নীতির প্রশংসা করেছে সিপিডি।

কিন্তু করযোগ্য আয় না থাকলে দুই হাজার টাকা কর দেবার যে বিধান রাখা হয়েছে সেটির সমালোচনা করেছে সিপিডি। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, যার করযোগ্য আয় নেই তার জন্য কর বাধ্যতামূলক করা বৈষম্যমূলক ও অন্যায্য। নীট সম্পদ চার কোটি টাকার বেশি হলে মোট আয়করের উপর ১০ শতাংশ সারচার্জ প্রস্তাব করা হয়েছে। গত বছর এটি ছিল তিন কোটি টাকা। এ বিষয়টির সমালোচনা করে সিপিডি বলেছে, এখানে ছাড়া দেয়া ঠিক হয়নি এবং বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমরান খানের ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোভাব কী?

ইসলামাবাদ (এজেন্সী) ঃ মঙ্গলবারের সেই সন্ধ্যাটি ছিল আর যে কোন দিনের মতোই। এক পাকিস্তানি সেনা অফিসারের স্ত্রী কমাল সেদিন বাড়িতে রাতের খাবার তৈরির জন্য সবজি কাটছিলেন। তার দুই কন্যা টেলিভিশন দেখছিল। কমালের স্বামী তখন কাজ করছেন একটি সংঘাতপূর্ণ এলাকায়।

কমাল যে সামরিক কম্পাউণ্ডের মধ্যে থাকেন, সেটি সম্ভবত পাকিস্তানের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাগুলোর একটি। কিন্তু এই এলাকাটির মধ্যেও তারা শীঘ্রই অনিরাপদ বোধ করতে শুরু করলেন।

সেদিন কমালের স্বামী যখন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশ আগে ফোন করলেন, তখন তিনি বেশ অবাক হলেন।

স্বামী তাকে দরোজা বন্ধ রাখতে বললেন, কারণ দেশ জুড়ে সামরিক এলাকাগুলিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থকরা আক্রমণ চালাতে শুরু করেছেন। লাহোরে একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেলের বাসভবনে এরই মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরা যদি এরকম নগ্নভাবে একজন জেনারেলের বাড়িতে হামলা চালাতে পারে, তাহলে এরপর কি আমাদের ওপর হামলা হবে? এই চিন্তা মাথায় আসার পর আমি তো ভয়ে কাঁপছিলাম বলছিলেন কমাল, যেটি তার ছদ্মনাম। নিজের নাম তিনি প্রকাশ করতে চাইছেন না। কমাল সাথে সাথে তার বাড়ির দরোজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। লুকিয়ে থাকতে হতে পারে এমন আশংকায় খাবার দাবার নিয়ে রাখলেন স্টোর রুমে।

এমনকি বাড়িতে যদি আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, তখন কোন পথে তিনি তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পালাবেন সেটাও ভাবতে লাগলেন। দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি কি জানালা দিয়ে লাফ দিতে পারবেন?

কমাল বলেন, আমি যখন এই প্রতিবাদের ভিডিও দেখছিলাম, এটি আমাকে রীতিমত আতংকিত করে তুলেছিল। জীবনে কখনো নিজেকে এতটা নিরাপত্তাহীন মনে হয়নি।

তবে একই সঙ্গে কমালের মন ছিল ক্ষতবিক্ষত। কারণ তিনি ইমরান খানের একজন কট্টর সমর্থক।

আমি এবং আরও অনেকে আসলে ইমরান খানকে সমর্থন করেছি একটা পরিবর্তনের আশায়। কিন্তু যার জন্য আমি এত সোচ্চার ছিলাম, মনে হলো তিনি যেন আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি যেরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কথাবার্তা বলেছেন, তা ঘৃণা এবং সহিংসতায় উস্কানি দিয়েছে, যা কিনা পুরো দেশ কাঁপিয়ে দিয়েছে, বলছিলেন তিনি।

পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এরকম বিক্ষোভ ছিল অভূতপূর্ব।

দেশজুড়ে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর জন্য এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল।

পাকিস্তানে বহু দশক ধরে সরাসরি সামরিক শাসন চলেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত তিনবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে।

যদিও ২০০৮ সালে সরাসরি সেনাশাসনের অবসান ঘটেছে আনুষ্ঠানিকভাবে, অনেকের বিশ্বাস পাকিস্তানে রাজনীতিকদের পেছনে থেকে এখনো কলকাঠি নাড়ে সামরিক বাহিনীই, ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আসলে তাদেরই হাতে। ইমরান খান আসলে তাদেরই আশীর্বাদপুষ্ট, এটাও মনে করা হয়।

এমনকি পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ পার্টি (পিটিআই) ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার আগে ইমরান খানের পরিচিতি ছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর 'ডার্লিং' বা প্রিয়ভাজন বলে।

তার সমালোচকরা বলে থাকেন, সেনাবাহিনীর সোশ্যাল মিডিয়া টিম ইমরান খানকে পাকিস্তানের 'ত্রাণকর্তা' রূপে চিত্রিত করে, যিনি কিনা পাকিস্তানে বংশানুক্রমিক রাজনীতি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত এলিটদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন।

কিন্তু যখন পাকিস্তানের ক্ষমতাধর সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ইমরান খানের সম্পর্ক ভেঙ্গে গেল, গত বছর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তবে তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে অনেকের মধ্যেই ইমরান খানের ব্যাপারে এরকম একটি ধারণা বিরাজমান ছিল।

সেনাবাহিনীর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নারী চিকিৎসা কর্মকর্তা গুল নিজেকে একজন অরাজনৈতিক মানুষ বলেই ভাবেন। কিন্তু এখন তিনি ইমরান খানের সমর্থকদের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ।

যেদিন রাতে দাঙ্গা হলো, সেদিন তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য বাড়ির বাইরে ছিলেন। তার বাবা মা বাড়িতে তার সন্তানদের দেখাশোনা করছিলেন।

আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি ওদের সঙ্গে থাকতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছিল, যদি ওদের ওপর কোন হামলা হয়, কেউ যদি আহত হয়, বা মারা যায়, তখন কী হবে? আমার মনের মধ্যে তখন কী যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল । ঐদিন যে কি ভীষণ খারাপ সময় গেছে, বিশেষ করে ঐ মূহুর্তে একজন মা হিসেবে আমি যখন আমার সন্তানদের কাছ থেকে দূরে, তখন কেমন যে লাগছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না।

কিন্তু এতকিছুর পরও সেনাবাহিনীর ভেতরে অনেকে এখনো ইমরান খানকে সমর্থন করেন। তিনি কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যে নন, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের মধ্যেও এখনো সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিক।

যদি এখনকার রাজনীতিকদের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি ইমরান খান ছাড়া আর কাউকে ভোট দেব না, বলছিলেন একজন সেনা কর্মকর্তা, যিনি তার নাম পরিচয় গোপন রাখতে চান।

আরেকজন সেনা কর্মকর্তাও বললেন একই কথা, তিনি এখনো এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেন।

লাহোরে একজন জেনারেলের বাসভবনে যা ঘটেছে, তার জন্য আমি আসলেই দুঃখিত। আমরা জানি না কারা এই কাজ করেছে - ইমরান খান বলেছেন তার দলের লোকজন এটা করেনি। কিন্তু এসব কোন কিছুতেই ইমরান খানের প্রতি আমার সমর্থন বদলায় নি। একজন ভোটার হিসেবে এখনো আমার সমর্থন তার দিকে, এবং আমি তাকে সমর্থন করেই যাব। আমার কাছে তিনি একজন অনুপ্রেরণাময় সত্যিকারের নেতা, বলছেন তিনি।

একটি নিরাপত্তা সংস্থার ঊর্ধ্বতন পদে কাজ করেন এমন একজন কর্মকর্তা বলছিলেন, তার অধীনস্থ কর্মকর্তারাও মাঝে মধ্যে প্রশ্ন তোলেন পাকিস্তান যেভাবে চলছে, সেখানে সামরিক বাহিনী কী ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে।

ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব আলোচনা চলে, এদের রাজনৈতিক মতামত সেসব দ্বারা প্রভাবিত।

এরা নিরেট প্রমাণ চায় যে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে নাক গলায় না। তারা এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং আমাদের তখন তাদের পরিষ্কার করে বোঝানোর মতো জবাব দিতে হয়, বলছিলেন তিনি।

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারাও ইমরান খানকে জোরালো ভাবে সমর্থন করেন।

সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি তৈরিতে তাদের বেশ ভালো প্রভাব আছে। ১৫ বছর আগে অবসরে যাওয়া সামরিক অফিসার রাজা শাহরিয়ার বলেন, ২০১৮ সালে তিনি ইমরান খানকে ভোট দেন, সেবারই প্রথম তিনি কোন নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। তবে গত কিছুদিনের ঘটনাবলীতে আমি ক্ষুব্ধ। কারণ পিটিআই এর নেতৃত্ব তাদের কর্মী বাহিনীকে নিবৃত্ত করতে পারেনি যখন তারা সরকারী স্থাপনা এবং সম্পত্তিতে হামলা চালাচ্ছিল। তাদের উচিৎ ছিল অন্যদের চেয়ে ভালো আচরণ করা।

এই হামলার পর সেনাবাহিনী এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের অবস্থান নেয়। সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্র পাকিস্তানি টেলিভিশন চ্যানেল জিও টিভিতে বলেন, সেনাবাহিনী এবং সেনাপ্রধান গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন।

তিনি আরও বলেন, দেশের ভেতরে বাইরের চরমপন্থী এবং শত্রুদের অপপ্রচার সত্ত্বেও সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধ।

কিন্তু পাকিস্তান এখন বিভক্ত। রাজা শাহরিয়ার বলেন, তিনি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এত মারাত্মক অসন্তোষ এবং একে ঘিরে এরকম তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ পাকিস্তানে আর দেখেননি।

তবে অনেক সামরিক পরিবার মনে করে, সেনানিবাসে আক্রমণের চালিয়ে একটা সীমা অতিক্রম করা হয়েছে। অন্যদিকে পিটিআই এর সমর্থকরা মনে করে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

গত ৯ মের বিক্ষোভের সময় দশ জনের বেশি বিক্ষোভকারী নিহত হয়।

তারিক নাসির সেদিন এক ঘণ্টা ধরে তার ভাই ওমরকে খুঁজেছেন কোয়েটার একটি সরকারী হাসপাতালে। ২৬ বছর বয়সী ওমর সেদিন শহরের সেনানিবাসের বাইরে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি সেখানে নিহত হন।

সেখানে অনেক টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হচ্ছিল। ওমর তার হাতে নুন আর জল রেখেছিল কাঁদানে গ্যাসের শিকার মানুষদের সাহায্য করতে। ও ছিল নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ। এরকম বিক্ষোভে অংশ নেয়ার অধিকার আছে ওর, সেটাই ও করছিল। ওরা সোজা ওর মাথায় গুলি করেছে। ও যেখানে নিরস্ত্র, কেন ওর ওপর গুলি চালানো হলো, প্রশ্ন করলেন তিনি।

ইমরান খান দাবি করেন, সেদিন যারা পুলিশের ওপর পাথর ছুঁড়েছে বা সেনানিবাসে হামলা করেছে তারা পিটিআই এর সমর্থক ছিল না।

একই দাবি করলেন তারিক নাসির। তিনি সন্দেহ করেন, এখানে একটা ষড়যন্ত্র ছিল।

সেনাবাহিনী এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে যে যারা সেনা স্থাপনার ওপর হামলায় জড়িত ছিল তাদের সামরিক আদালতে এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আদালতে বিচার করা হবে।

এই তাণ্ডবের জন্য মানুষের ক্ষমা চাওয়ার অনেক ভিডিও এখন পুলিশ প্রচার করছে। বলা হচ্ছে পিটিআই এর নেতৃত্বের অনুরোধে এরা ক্ষমা চেয়েছে। তবে অনেকের অভিযোগ, পুলিশ তাদেরকে জোর জবরদস্তি করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে। ইমরান খান বলেছেন, যারা সেনা স্থাপনায় হামলা করেছে তারা তার দলের কেউ নন। তিনি পুরো ঘটনা তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

তবে মি. খানের দলের অনেক নেতা এবং তার ঘনিষ্ঠ অনেক সহযোগী এর মধ্যে তাকে ত্যাগ করেছেন, তারা একজন জেনারেলের বাড়িতে হামলা এবং সেনা স্থাপনায় হামলার নিন্দা করেছেন। এদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছিল, পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

তারিক নাসির বলেন, আমার ভাই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নিতে গিয়ে নিহত হয়েছে। যখন ও মারা যায়, তখন ওর গলায় পেঁচানো ছিল ইমরান খানের দলের পতাকা। ও ইমরান খানের জন্য মারা গেছে। ও একটা ভালো পাকিস্তান চেয়েছিল, ইমরান খান ছিল তার কাছে আশার আলো। একদিন ওর স্বপ্ন পূরণ হবে। তখনই হয়তো আমরা ন্যায়বিচার পাবো।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ অনেক পুরনো। বলা হয়, তারাই সেখানে সরকারকে ক্ষমতায় বসায়, ক্ষমতা থেকে সরায়। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলগুলোর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে সহিংস পথে বিরোধী দলকে দমন করার।

আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যেও সেনাবাহিনী এবং রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়ছে।

ওদের মতো আমিও তো ইউনিফর্ম পরি। আমি ওদের সব জানি। ওরা মনে করে ওরা আইনের উর্ধ্বে। একমাত্র ইমরান খানই এদের ঠিক করতে পারবে, বলছেন একজন পুলিশ অফিসার।

এই রাজনীতিকদের কাছ থেকে আমরা কী আশা করি? সংসার চালানোর মতো একটা বেতন, যাতে আমরা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারি। এটা কি খুব বেশি কিছু?

ওরা আমাদের এই চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সামরিক বাহিনী বলুন, বা রাজনীতিক, এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে ব্যস্ত, আর দেশটা রসাতলে যাচ্ছে।

প্রচন্ড গরম বা তাপপ্রবাহকে দুর্যোগ হিসেবে গ্রহণের এখনই সময়?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ গত কদিন ধরেই প্রচন্ড গরম চলছে বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই। গতকাল আবহাওয়া অধিদপ্তর সর্বোচ্চ ৪১ ডিগ্রী তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে দিনাজপুরে। এছাড়া দুদিন আগে থেকেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা দিয়ে রেখেছে আবহাওয়া অফিস, যা অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে পূর্বাভাসে। এই মূহুর্তে তাপপ্রবাহ সবচেয়ে বেশি রাজধানী ঢাকা আর উত্তরবঙ্গের দিকে। সে তুলনায় তাপমাত্রা কিছুটা কম চট্টগ্রাম অঞ্চলে। তবে এই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলমান থাকতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। বাইরে কাঠফাটা রোদ আর ঘরে লোডশেডিং মানুষের জীবনকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত। তৈরি হচ্ছে নানান স্বাস্থ্যঝুঁকি। কিন্তু তারপরও ঝড়, বন্যার মতো তাপদাহকে সেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে যেন দেখা হয় না।

মানুষ সাইক্লোন, বজ্র এগুলো যেভাবে নেয়, তাপপ্রবাহকে সেভাবে নেয় না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছিলেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক নিতাই চন্দ্র দে মনে করেন এ বিষয়ে সার্বিকভাবে সবার সচেতনতার অভাব আছে।

ওইভাবে এটার ইমপ্যাক্ট আমরা দেখি না। এক্ষেত্রে জীবন ও সম্পকের ঝুঁকি সরাসরি দেখা যায় না। ফলে জনগণ উদ্বিগ্ন কম থাকে, কিন্তু এটার ইমপ্যাক্ট আছে। মেইনলি হেলথ ইমপ্যাক্ট। রেসপাইরেটরি প্রবলেম বেড়ে যায়, স্ট্রোক হতে পারে, মানুষ মারাও যেতে পারে।

মি. নিতাই বলছিলেন, তাপপ্রবাহ অবশ্যই বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণ এখানে জীবনের ঝুঁকি আছে। আর সরকারও এ ব্যাপারে চিন্তা করছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশে শৈত্য প্রবাহ ঘিরে নানা পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। কিন্তু তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভের ক্ষেত্রে সেভাবে কোন প্রস্তুতি বা পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। তাই যদি এটি দুর্যোগের আওতায় আসে তাহলে এর ঝুঁকি কমিয়ে আনতে নানা উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হবে বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বেনজীর আহমেদ।

যেভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি। আর এ থেকে সহসা পরিত্রাণ নেই। সুতরাং যদি এটাকে দুর্যোগ হিসেবে দেখা হয় তাহলে কিছু করার সুযোগ থাকে।

ডা. বেনজীর বলছিলেন যারা রোদে বাইরে কাজ করেন, কায়িক শ্রম বেশি করেন, শিশু বা বৃদ্ধ - তাদের জন্য তাপমাত্রার আধিক্য জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। এ ঝুঁকি কমাতে অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় যেমন টয়লেট আছে তেমনি পানি পানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া কাজের সময়ঘন্টাও নতুন করে বিবেচনা করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি। আর্লি মর্নিং অফিস হতে পারে, সকাল থেকে ১১টা পর্যন্ত। আবার ২-৩ ঘন্টা পর থেকে রাত পর্যন্ত। এসব নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় এসে গিয়েছে। হাই টাইম এটা।বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই চিকিৎসক।

'ঘূর্ণিঝড় মোখা থেকেই তাপপ্রবাহ'

চলমান তাপপ্রবাহের তিনটি কারণের কথা বলছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। যার একটি ঘূর্ণিঝড় মোখা।

সাইক্লোন মোখার কারণে বৃষ্টিপাত কম হচ্ছিল। ফলে ভারত বাংলাদেশে তাপমাত্রা বেশি। মোখার সময় এই পুরো বেল্ট ওভারহিটেড হয়ে যায়। এটা একটা কারণ। বলেন আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম।

তিনি জানান, মোখার প্রভাবে এখনো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহারে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বিরাজ করছে। আর সে থেকে লু হাওয়া বইছে বাংলাদেশের দিকে।

মি. কালাম মনে করেন বজ্রঝড় কমে যাওয়াও তাপপ্রবাহের একটা কারণ।

প্রত্যেকবার মে মাসে ১৮ থেকে ২৪ দিন বজ্রঝড় বা কালবৈশাখীর আনাগোনা থাকে। ফলে হিমালয় থেকে সেভেন সিস্টার্স পর্যন্ত তাপমাত্রা কম থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে বজ্রঝড়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে বৃষ্টিও কম হচ্ছে, মাটি উত্তপ্ত থাকছে।

তাপপ্রবাহের আরেকটা কারণ হল বাতাসে জলীয়বাষ্পের আধিক্য। যা বাতাসের আর্দ্রতা বাড়াচ্ছে। একইসাথে বাতাসের গতিবেগও এখন অনেক কম বলে জানায় আবহাওয়া অফিস। ফলে মানুষের কষ্ট আরো বাড়ছে।

তাপপ্রবাহ শেষ হবে কবে?

এই তাপপ্রবাহ থামাবে বৃষ্টি। আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম জানান, এ মাসের ৯-১০ তারিখে বৃষ্টিতে সিলেট আর চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাপপ্রবাহ কমে আসবে। কিন্তু ঢাকা ও উত্তরবঙ্গে তাপপ্রবাহ আরো ১ সপ্তাহ দীর্ঘ হতে পারে।

তাপপ্রবাহ থেকে নিরাপদ থাকতে নানা রকম স্বাস্থ্য সতর্কতার কথা বলে থাকেন চিকিৎসকরা। যার অন্যতম হলো - শরীরে পর্যাপ্ত পানির যোগান। তবে সরাসরি ফ্রিজের ঠান্ডা পানি এড়িয়ে চলার পরামর্শ চিকিৎসকদের। এটি হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

একইসাথে আবাসন তৈরীতে তাপ নিরোধক উপাদান ব্যবহারের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের।

স্বাস্থ্যঝুকিঁ ছাড়াও ভবিষ্যতে তাপপ্রবাহ থেকে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কাও দেখছেন ডা. বেনজীর।

অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ থেকে খরায় কিন্তু শস্য উৎপাদনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, আগামী আমন ধান নিয়ে কৃষকরা শঙ্কায়, কিছুদিন আগের বৃষ্টি খরা থেকে বাঁচিয়েছে - কিন্তু যদি মারাত্মক দাবদাহ হয়, তাহলে সেটি আমলে না নিয়ে উপায় নেই।

মি. বেনজীর বলেন তাপপ্রবাহে এরইমধ্যে বিপর্যস্ত আফ্রিকার অনেক দেশ। প্রতিবেশি দেশ ভারতের কিছু রাজ্যেও এ সঙ্কট আছে। আর এরকম কিছু যে বাংলাদেশেও হবে না সেটা বলা যায় না।

াই সচেতনতার পাশাপাশি তাপপ্রবাহ মোকাবেলায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দিচ্ছেন তিনি।